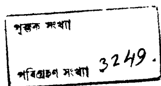
চক্‌মকি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২

দাম এক টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

৺ শশাঙ্ক মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

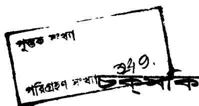
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

৯৮/২০০

নাটিকাটি আমার প্রথম বয়সের রচনা। নাটিকাটির আখ্যানভাগ অনেকাংশে সত্য। প্রথম বয়সে ঘটনাটি নিয়ে নাটিকা রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল আমাদের গ্রামের শখের থিয়েটারের আবহাওয়া। তারপর দীর্ঘকাল পড়েই ছিল। একসময় 'দেশ' পত্রিকার তাগিদে কোন এক শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল।

বিনীত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



চক্রবাক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। দৃশ্যপট।

[রাস্তার ধারে দত্তকর্তার গোলদারী দোকান। উঠানের একপাশে কাঁটার ওজনের পাল্লা ঝুলিতেছে। তাহাতে বস্তা বস্তা ধান ওজন চলিতেছে। একজন ওজন দেখিতেছে ও দুইজন কুলি বস্তা নামাইতেছে ও চাপাইতেছে। ওজনকারী আপন মনে সুর করিয়া ওজন বলিতেছে—

রাম রাম রাম রাম—রামে রামে দুই দুই। দুই দুই দুই দুই দুই রামে—তিন তিন। তিন তিন তিনো তিন—তিনে রামে চার চার। ইত্যাদি।

দোকানের বারান্দায় কর্মচারি চাটুজ্জে খাতা লিখিতেছে। কর্তা এখনও দোকানে আসে নাই। এই দোকানের সহিত সমকোণ করিয়া আর একখানা লম্বা ঘরে কর্তার দৌহিত্র তিনকড়ির কাপড়ের দোকান। বারান্দার একদিকে টেলারিং বিভাগ। সেখানে দেওয়ালে সারি সারি আয়না। তিনকড়ি দোকানের বারান্দায় বসিয়া আপন মনে বক্সিং-এর কসরৎ ভাঁজিতেছে। আয়নার মধ্যে সারি সারি তাহার প্রতিবিম্ব। দাঁড়াইয়া খালি-গায়ে আয়নার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজের পেশীগুলির প্রতিবিম্ব দেখিল।]

(জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্রলোক : বলি হ্যাঁ হে চাটুজ্জেমশায়, দেশলাইয়ের যে এক পয়সা দাম নিয়েছেন? কেন—দেশলাইয়ে আগুন লেগেছে না কি?

কড়িঃ হ্যাঁ, তবে কারখানায় কি গুদামে নয়, দামে—দামে আগুন লেগেছে। ট্যাক্স—ট্যাক্স হয়েছে দেশলাইয়ের ওপর।

ভদ্রলোকঃ ট্যাক্স—দেশলাইয়ের ওপর ট্যাক্স?

কড়িঃ কেন কাগজ পড়েন নি? যে কাগজে বক্সিং-চ্যাম্পিয়ন রমেশ ঘোষের ছবি বেরিয়েছিল—সেই ইস্যুটাতেই আছে খবরটা।

ভদ্রলোকঃ কাগজ? ওই খবরের কাগজ? বাবা—ওই তিনচার গজ কাগজ পড়া কি সোজা কথা? ও আমি পড়ি না। আর সমস্ত ওদের মিছে কথা। টিকিট দিয়ে বিশখানা দরখাস্ত করলাম কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে—একখানার জবাব পেলাম না! টিকিটগুলো সুদ্ধ আমার মেরে দিলে!

ওজনকারীঃ (একটা বিড়ি লইয়া আসিয়া) একবার দেশলাইটা দেন ত চাটুজ্জেমশায়!

চাটুজ্জেঃ কল্কেতে—কল্কেতে ধরিয়ে নে। দেশলাইয়ের দর চড়েছে—দেশলাই খরচ কত্তার বারণ হয়ে গিয়েছে। কল্কেতে ধরিয়ে নে।

কড়িঃ (ভদ্রলোকের প্রতি) ঐ শুনলেন ত!

ভদ্রলোকঃ (হতাশভাবে) খুব বুঝলাম বাবা। যাঃ বাবা দেশলাইয়ের ওপরেও ট্যাক্স!

(প্রস্থান)

ওস্তাদকারী : আট আট আট আট—আটে রাম নয় নয় —খোল খোল ধান খোল—হ্যাঁ—নয় নয়।

কড়ি : এই ছিদ্মে ও বস্তাটা সরিয়ে দে। চাটুজ্জে! এক বস্তা ধান আমি সরাব কিন্তু। বক্সিং দস্তানা এক জোড়া নতুন আমার চাই (একটা বিড়ি ধরাইল)। ঠিক রাইট্ অ্যাঙ্গেলে যদি ওয়েট দিয়ে তোমায় একটা ঘুসি ঝাড়ি চাটুজ্জে—

চাটুজ্জে : ঘুষি সহ্য হবে কড়িবাবু, কিন্তু মিথ্যে ঘুষ নেওয়ার অপবাদ সহ্য হবে না।

কড়ি : আচ্ছা আচ্ছা কমিশনি এক টাকা পাবে তুমি—চুপ কর।

চাটুজ্জে : না—না—

কড়ি : (কড়ি তাহার মুখে একটা বিড়ি গুঁজিয়া দিয়া দেশলাই জ্বালিয়া বলিল) টান—টান—দেশলাই নিভে যাবে—টান। দেশলাইয়ের দর চড়েছে—টান—টান।

(অন্য হাতে ছিদামকে ইসারা করিয়া দিল যে,—সরাইয়া ফেল)।

ছিদাম : কত্তা—কত্তা—কত্তা আসছেন ছোটবাবু!

(চাটুজ্জে ব্যস্ত হইয়া ফু—ফু করিয়া বিড়িটা ফেলিয়া দিল)।

কড়ি : আঃ মরেও না রে বুড়ো। শালগাছের মত যত বয়েস বাড়ছে তত পাকছে রে বাবা। দোব একদিন ঝেড়ে ওয়ান স্যুইট্ ব্লো—।

(সে বিড়ি টানিতে টানিতে অন্তরালে গেল)

(দত্ত কর্তা প্রবেশ করিলেন—গোঁফ দাড়ি কামান—মাথায় পাকা চুলের মধ্যে মস্ত টাক। বেশ সমর্থ দেহ)।

দত্তকর্তা : (গদীতে বসিয়া) মাটি করলে সব—ফেরার করলে আমাকে। কড়া—কড়া—বলি ওরে কড়া!

(তিনকড়ির প্রবেশ)

কড়ি : কি—কি—বলছ কি?

দত্ত : নেঃ এটা রাখ। (একটা চক্‌মকির বেঁকী তাহার হাতে দিল—কড়ি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

দত্ত : পকেটে—পকেটে, নবাবজাদা, ওটা পকেটে রাখ।

কড়ি : কি এটা?

দত্ত : ওঃ লণ্ডন থেকে নামলেন বাবুর বেটা বাবু! ওরে শূয়ার, ওকে বলে চক্‌মকির বেঁকী। একটা ঘোড়া-খুরে পাথর দেখে কুড়িয়ে নিও। আর একটা বাঁশের চুঙির ভেতর খানিকটে হলুদ রংয়ের কস্তা—বুঝেছ। ওহে চাটুজ্জে, দাও ত' বাবুকে সব ঠিক করে। চারটে চক্‌মকি করেছি—একটা বাড়িতে, একটা দোকানে, একটা আমার পকেটে, একটা এই কড়া শূয়ারের জন্যে। এর পর যদি দেশলাই বের হয় দোকান থেকে, তবে চাটুজ্জে তোমার মাইনেতে খরচ পড়বে। (চাটুজ্জে সব ঠিক করিয়া দিল)

কড়ি : এ যে পকেট ছিঁড়ে যাবে!

দত্ত : খেরুয়া কাপড় কিনে নতুন পকেট করে নে। না

পারিস্ আমাকে দিস—আমি দেব সেলাই করে। আর কি ফেসানই হয়েছে সব—মশারির কাপড়ের জামা—রাম—রাম—মাটি করলে ফেরার করলে আমাকে! বেশ দিন কতক করেছিল—গান্ধী, চটের মত খদ্দরের জামা! তাগাদা করার সুবিধে কত—এক পকেট টাকা ভরলেও নিশ্চিন্দি—থলের খরচ শুদ্ধ বেঁচে গিয়েছিল।

(কড়ি কৌতূহলপরবশ হইয়া চক্‌মকিটা ঠুকিতে ঠুকিতে আপনার দোকানে আসিয়া বসিল। এবং ক্রমাগত ব্যর্থ চেষ্টায় চক্‌মকি ঠুকিতে লাগিল। ওদিকে ওজন সমানে চলিতেছিল)

ওজনকারী : (হাঁকিয়া) পনের বস্তা—সিঁদুরমুখী ধান। দু' মণ করে বস্তা—পনের দুগুণে তিরিশ মণ—চলতা দু' সের হিসেবে তিরিশ সের—জমা করেন।

কড়ি : ধ্যেৎ! এতেই আবার আগুন হয়! (বলিয়া বিরক্ত হইয়া চক্‌মকিটা সে ফেলিয়া দিল), কিন্তু ছিদ্মের পজিসানটা এখন বিউটিফুল—ঠিক এই অ্যাঙ্গেলে যদি একটি ঘুষি ঝাড়া যায়—ফ্ল্যাট—একদম—ফ্ল্যাট!

দত্ত : বলি কড়া হ্যাঁরে—তোদের সেই গান্ধী কোথা গেল বল দেখি? লোকটি ভাল লোক ছিল, অনেক খরচ কমিয়ে দিয়ে ছিল বাপু! (একটু চিন্তা করিয়া)

বোধ হয় সে পাগল হয়ে গিয়েছে, কিম্বা গলায় দড়ি দিয়েছে। আর পাগল না হ'য়েই বা করে কি? আবার সব শূয়াররা সেই যাকে তাই—আবার সব সিগরেট ধরেছে—আবার সেই ফিনফিনে উলঙ্গবাহার কাপড় পরছে! (আক্ষেপ করিয়া) আঃ হাঃ হাঃ— লোকটার জেল খাটাই সার হ'ল। আচ্ছা—কড়া, লোকটি এত হাসে কেন বল দেখি—যে ছবিতেই দেখি—লোকটি হাসছে!

কড়ি: (বিরক্ত হইয়া) জানি না বাপু যাও!

দত্ত: আচ্ছা—লোকটির বোধ হয় অনেক টাকা—যে রকম খরচপত্র কম—কাপড় ত' পরে দেড় হাত, বিড়ি তামাক তাও বোধ হয় খায় না। দেশলাইও বোধ হয় কেনে না—নিশ্চয় চকমকি করেছে সে!

(কড়ি কত্তার দিকে পিছন ফিরিয়া ঈষৎ আড়াল দিয়া দেশলাই জ্বালিয়া বিড়ি ধরাইল। সারি সারি আয়নায় কড়ির দেশলাই জ্বালা প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল)

দত্ত: (বিষম ক্রোধে) আরে আরে—আরে!—মাটি করলে ফেরার করলে আমাকে। বলি ওরে ও শূয়ার কড়া—একসঙ্গে এতগুলো দেশলাই জ্বেলে কি মা-লক্ষ্মীর চিতে তৈরী করছিস, না—কি?

কড়ি: (বিরক্তির সহিত) বলি এতগুলো কাঠি কোথায় জ্বাললাম শুনি? একটাই ত' জ্বাললাম।

দত্ত : তাই বা জ্বালবি কেন শুনি ? মাটি করলে, ফেরার করলে আমাকে। জানিস্, ঐ কাঠিতে গাঁ শুদ্ধ পুড়ে ছাই হয়ে যায় ! আর একটা দেশলাইয়ের কাঠির দাম কত জানিস ? বাক্সতে লেখা থাকে চল্লিশ কাঠি —ভেতরে তিরিশের বেশি থাকে না। তার মধ্যে পাঁচটা কাঠি ভাঙ্গা—পাঁচটা কাঠিতে টুপী নাই। কুড়িটা কাঠির দাম হ'ল এক পয়সা—পাঁচ গণ্ডা। কুড়ি কড়ায় পাঁচ গণ্ডা—তা হ'লে একটা কাঠির দাম হ'ল এক কড়া। তুই শূয়ার নামেও কড়া মুরোদও তোর এক কড়ার বেশী নয়। তোর দামে আর ওই একটা কাঠির দামে সমান তা জানিস ! তুই একটা কাঠিই জ্বালবি কেন শুনি ?

কড়ি : হুঁ—তাই বলে ইয়ে খেতে পাব না নাকি ?

দত্ত : তা—ইয়ে খাও কেন—বলি ইয়ে খাও কেন। কিন্তু দেশলাই খরচ করবি কেন শুনি ? বলি তোর চক্‌মকি কি হ'ল রে শূয়ার ? এখনি যে সব ঠিক করে দিলাম। নাঃ মাটি করলে সব—ফেরার করলে আমাকে।

কড়ি : (গোঁ গোঁ করিতে করিতে) ও—ও—হবে না—বিশটা ঠুকে এক ফুল্‌কি আগুন বেরোয় না—নখের কোণে রক্ত জমে গেল। দু দিন এখন আমার বক্সিং প্র্যাক্‌টিস বন্ধ হয়ে গেল—ও—ও—হবে না।

দত্ত : (বিষম ক্রোধে) তা বলে দেশলাই খরচ করা তোমার হবে না। আগুন বেরোয় না ত' ভাল দেখে একটা ঘোঁড়াখুরে পাথর কুড়িয়ে নিস। শূয়ার কোথাকার! আর তোকে যে বার বার আমি বলি—ওরে আয়নাগুলো বেচে দে—তার হ'ল কি? এত আয়না কেন, কিসের জন্যে? চেহারায় ত' তুই আস্ত একটি লঙ্কাপোড়া—বলি সে চেহারার তুই দেখিস কি? জানিস আমি বিশ বছর আজ আয়না দেখিনি। আমার দিন যায় না? কালই সব আয়না খুলে দিবি, বলে দিলাম!

(কড়ি অন্তরালে থাকিয়া মুখ ভেঙচাইয়া বুড়ো আঙুল দেখাইয়া দিল। ভিতর হইতে এই সময় রান্নার ছোকার শব্দ উঠিল)

দত্ত : বলি ছ্যাঁক্ ছোঁক শব্দ কিসের? রান্নায় বুঝি তেল ঘি দিয়ে ফোড়ন দেওয়া হচ্ছে? সর্বনাশ করলে—মাটি করলে—আমাকে এরা ফেরার করবে দেখছি! মানদা, মানদা—বলি ছ্যাঁক্ ছোঁক শব্দ কিসের?

(নেপথ্যে মানদা)

মানদা : শুধু হাতা পুড়িয়ে ফোড়ন ভেজে ডালে দিলাম। তেল ঘি তোমার খরচ করিনি আমি।

কড়ি : সে সব খরচ হবে তোমার পিণ্ডি দেবার সময়।

দত্ত : (নিতান্ত উদাসীনভাবে) হরিবল—হরিবল—গোবিন্দ হে ! ···চাটুজ্জে—হরি দত্তর কটা টাকা পাওনা ছিল—দিয়ে দিয়েছ ?

চাটুজ্জে : আজ্ঞে সে কই আসে নাই ত'।

দত্ত : আসে নাই—তুমি পাঠিয়ে দাও। যে পাবে তাকে দিয়ে দাও—যার কাছে পাব সে আমাকে মিটিয়ে দিক। বুঝেছ—নেতার লাগিয়ে রাখা কাজ আমি ভালবাসি না। মাটি করলে সব—ফেরার করলে আমাকে।

(একজন ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্রলোক : আমি একবার আপনার কাছে এসেছিলাম দত্তমশায় ! গোটা দশেক টাকার জিনিস আমাকে ধারে দিতে হবে।

দত্ত : (যোড়হাত করিয়া) মার্জ্জনা করবেন। বিলেতে বাকি আমি ফেলতে পারব না মশায়। বিলেত এখান থেকে অনেক দূর—সেখানে যাবার ক্ষমতা আমার নাই।

(কড়ি আপন মনে আবার চকমকি ঠুকিতে আরম্ভ করিল। সমস্তই ব্যর্থ চেষ্টা—কখনও আঙুলে লাগে—সে উঃ করিয়া উঠে)

ভদ্রলোক : দেখুন—

দত্ত : দেখতে আমি পাই না গাঙ্গুলীমশায়, বুড়ো বয়সে শুনতেও কম পাই। আপনি আসুন। নাঃ মাটি করলে সব—ফেরার করলে আমাকে।

(ভদ্রলোকের প্রস্থান)

দত্ত : ওঃ! দে ধার—দে ধার—দে ধার। যে ধার আমার পড়েছে, সেই ধারেই গলা কেটে আমার দু ফাঁক হয়ে গেল—আবার ধার। মাটি করলে সব—ফেরার করলে আমাকে। নেবার সময় সবাই ভদ্রলোক, কিন্তু দেবার সময়—হুঁ। দে গাঁয়ের রাস্তা কেউ চেনে না দুনিয়ায়। ওঃ ভাল মনে পড়েছে—গোপালপুরের মিত্তিরদের আজ টাকা দেবার দিন নয় চাটুজ্জে?

চাটুজ্জে : আজ্ঞে—হ্যাঁ।

দত্ত : (উঠিয়া) চল্লাম আমি গোপালপুর। ওরে কড়া শুনছিস—ওরে ও শূয়ার—!

কড়ি : আচ্ছা—শুধু শুধু গালাগাল দাও কেন বল দেখি?

দত্ত : বেশ করি—খুব করি—ওরে শূয়ার বেশ করি।

কড়ি : দেখ—বারবার তুমি গালাগাল দিও না বলছি।

দত্ত : অ—হ—হ—এটা দেখছি শুধু শূয়ার নয়—বন-শূয়ার রে হতভাগা। এখন দোকান রইল দেখিস

—আমি গোপালপুর চল্লাম। দুর্গা—দুর্গা—বামন —বামন—গমনে বামনশ্চৈব বামন বামন।

(প্রস্থান)

কড়িঃ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম—গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম! বিদেয় হও ধূমকেতু—বিদেয় হও। ছিদ্‌মে নিয়ে আয় ত' এক বাক্স সিগরেট।

চাটুজ্জেঃ ওরে ছিদ্‌মে, নে ত বাবা একবার তামাক সাজ ত ভাল করে। ছোটবাবুর সুগন্ধি তামাক এক ছিলুম নে! আঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচিরে বাবা! —

কড়িঃ আচ্ছা, হঠাৎ যদি বাঁদিক থেকে কেউ এ্যাটাক্ করে, তাহলে? এই—এই—এই ঘুরলাম—now— এই one blow—next—next—ব্যস এই মোক্ষম!

(দুইজন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীঃ রাধারাণীর জয় হোক প্রভু!

কড়িঃ এ্যাই, নাও ত' বাবা—গান একপদ শোনাও ত' বাবাজী! কিন্তু দেহতত্ব মত্ব নয়—একপদ রসের গান—বলি গজ্‌ল্ গান—গজ্‌ল্—(সুরে) এলো-কেশে ভালোবেসে বুকে এস অচিন পিয়া।

বৈষ্ণবীঃ (সহাস্তে) আমরা পাড়াগাঁয়ের বৈষ্টম বোষ্টমী —প্রভু, থাকি গাছের বেড়ার আড়ালে—আখড়ায়

—আখড়ায়—আমরা রাধারাণীর জয় গেয়ে খাই—অন্য গান বড় জানি না বাবু!—

বৈষ্ণব: গজাল পেরেক বলে গান হয়েছে নাকি বাবা? কই সে ত আমরা জানি না।

কড়ি: গজাল নয়—গজল্ গজল্। (সুরে) তোমার হাসির বিনিময়ে বিকাতে পারি চীন কোরিয়া; অচিনপ্রিয়া। না জান শেখ। এ আমার বাঁধা গান। ভাল এখন যা জান তাই গাও।

(বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর গান)

জাপান এবং সিঙ্গাপুরায়—যে হাসি ঝুরায় ফুল সাকুরায়—
সে হাসি-ফুরায়—চুয়াতে সুরায়—তোমার হাসি জুড়ায় হিয়া।

চাটুজ্জে: বাঃ বাঃ বৈষ্টুমীর গলাখানি বড় ভাল।

বৈষ্ণবী: (হাসিয়া) দয়াময়ের দান প্রভু? আপনাদের আশীর্বাদ। (মৃত্তিকার ধূলি লইয়া)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গোপালপুরের পথে প্রান্তর। দত্ত কর্ত্তার প্রবেশ।]

দত্ত: মাটি করলে—ফেরার করলে আমাকে। দেশের লোক জুটে ফেরার করলে আমাকে। একটা পয়সা কেউ আদায় দিলে না! তিন শো—ছশো—পাঁচশো—আর খুচরো তাও ছশো—সবশুদ্ধ গোপালপুরে

সাতশো টাকা পাওনা—তার মধ্যে সাতটা আধলা কেউ দিলে না ! উচ্ছন্নে যাবে বেটারা, উচ্ছন্নে যাবে। নালিশ ক'রে ভিটে মাটি নীলেম করাব আমি। আমি বাবা তোবলা মোবলা নই ! (ক্রোধভরে যাইতে যাইতে পাথরে হুঁচোট খাইয়া) শালা পাথরের কিছু না করেছে—(পাথরটাকে কুড়াইয়া লইয়া ছুঁড়িতে গিয়া) চকমকির পাথর নয় ? হ্যাঁ তাই ত বটে ! বেশ ভাল পাথর—যাক ভালই হয়েছে। বনশূয়ারটাকে একটা ভাল পাথর দিতে হবে। নইলে দেশলাই খরচ করেই সেটা আমাকে ফেরার করবে। এই আর একটা—এটাও বেশ। যাক এটাও থাক। আরে আবার এই একটা। থাক কতকগুলো নিয়ে যাই—এখন দশ বছর ত' দেশলাইয়ের খরচ বেঁচে যাবে। (পাথর কুড়াইয়া লইল) ওঃ পকেট দুটো ভরে গেল। (চারি দিক চাহিয়া) ও-হ-হ কত—কত পাথর রে ! একটা বস্তা নিয়ে এলে ভাল হ'ত। অন্ততঃ দু-পুরুষ এখন দেশলায়ের দাম থেকে রেহাই পাওয়া যেত। কিন্তু এটা ত' বেশ—বাঃ-বাঃ —এ যে দেখছি রকমারী জিনিস ! এমন পাথর ত' কই দেখা যায় না ! আর বেশ বড়ও বটে। কিন্তু নিয়ে যাই কি ক'রে ? ফেলে দেব ? নাঃ—থাক হাতে ক'রেই নিয়ে যাই। (ঘুরাইয়া ফিরাইয়া

পাথরটা দেখিতে দেখিতে, বা-বা-বা! এযে বেশ—এঁ্যা—বা—বা—বা!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান—কলিকাতা। উকিল হরেন্দ্রদে'র বাটীর বসিবার ঘর। ভাইঝি শ্যামা মলিনবেশে ঘর-দুয়ার ঝাড়িতেছিল। খুড়ী বিমলা ঘরে প্রবেশ করিল]

বিমলা: এই যে! হ্যাঁগা রাজনন্দিনী—বলি দিন দিন কাজকম্মের এসব কি ধারা হচ্ছে? কাপড়ে সাবান দিতে গিয়ে দাগ লাগালে কি করে? বলি তোমার মতলব কি শুনি? এদিকে ত' আহার বাড়ছে দিন দিন।

শ্যামা: বাইসিক্ল মুছে খোকা ওতে হাত মুছে দিয়েছে খুড়ীমা।

বিমলা: খোকা মুছে দিয়েছে? মিথ্যে কথা বলতে মুখে একটুও বাধে না তোমার?

শ্যামা: মিথ্যে কথা আমি বলি নি খুড়ীমা—খোকাকে জিগ্যেস—

বিমলা: (শ্যামার গালে চড় মারিয়া) ফের খোকার নামে মিথ্যে অপবাদ দিবি হারামজাদী!

(শ্যামা চুপ করিয়া রহিল)

বিমলা : ষোল বছরের ধাড়ী—এক কাঁড়ি ক'রে ভাত গিলছ—চোখ চেয়ে কাজ করতে পার না? তার ওপর মিথ্যেমিথ্যি পরের নামে দোষ দেওয়া! একটু লজ্জা করে না! আমি হ'লে গলায় দড়ি দিতুম, নয় বিষ খেতুম। জন্মমাত্র যে মাকে খায়—তিন বছরে বাপকে খায়—সে বেঁচে থাকে কোন্ লজ্জায়? আবার তিন বছরে কাকার ঘাড়ে এসে পড়লি—সঙ্গে সঙ্গে তারও কপাল পুড়ল—ওকালতী পাশ করে এতটুকু প্র্যাকটিস হ'ল না! এখন আবার ধীঙ্গী মেয়ের বিয়ে দাও, টাকা খরচ কর! ছি-ছি-ছি! ঘেন্নায় যে আমি ম'রে যাচ্ছি। এত লোক মরে তোর মরণ হয় না। ছি-ছি-ছি! (প্রস্থান)

শ্যামা : (আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিয়া শুধু একটু ম্লান হাসি হাসিল, তারপর বলিল) সত্যি কথা, পৃথিবীতে মৃত্যুর বিরাম নাই, অবিরাম লোক মরছে, কিন্তু আমার মৃত্যু কেন হয় না?

(রমার প্রবেশ)

(রমাপ্রসাদ হরেন্দ্রবাবুর পুত্র। বয়স—চোদ্দপনের বৎসর)

রমা : বলব দিদি—জামাইবাবু আসবে বলে।

শ্যামা : ছি রমা—দিন দিন তুমি বড্ড বেয়াড়া হচ্ছ।

রমা : কিন্তু অকারের জায়গায় হকার দিয়ো না ভাই দিদি—সেটা হবেন তোমার জামাইবাবু! আমি

বেয়ারা হতে রাজী আছি—কিন্তু বিবাহ ক'রে জামাইবাবু হবেন বেহারা? সত্যি দিদি ভাই, মা তোমায় বড্ড বকেছে। আজ রাক্কুসীকে কি করি আমি দেখ না।

শ্যামা: না-না—খোকন, তিনি হলেন গুরুজন, বকলেনই বা তিনি। কোন উপদ্রব করতে পাবে না কিন্তু—তাহ'লে তোমার সঙ্গে আড়ি ক'রে দেব।

রমা: রাক্কুসী যে বেড়াতে চল্লেন। আমাকেও বলেছিলেন যেতে। কিন্তু আমি ত' যাব না—মণিদি আমায় বলেছে সেদিন—যে, যেদিন কেউ বাড়িতে থাকবে না, সেদিন খবর দিলে সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কি কাজ আছে তার।

হরেন্দ্র (নেপথ্যে): খোকা, খোকা।

রমা: রাক্কুসীর স্বামী এলেন দিদি—সরে পড়—তুমি সরে পড়। আমি দরজাটা খুলে দিই।

শ্যামা: ছি খোকন—এই কি তোমার শিক্ষা হচ্ছে? পিতা পরম গুরু!

রমা: সেটা কি সকলের দিদি?

শ্যামা: নিশ্চয়।

রমা: না মেয়েদের নয়—মেয়েদের চিরুণীতে লেখা থাকে, পতি পরম গুরু। (বলিয়া হাসিতে হাসিতে

দরজা খুলিতে চলিয়া গেল, ছায়াও এদিকে বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল)

(হরেন্দ্র ও বিমলের প্রবেশ)

হরেন্দ্র : ওসব বাছাবাছি কিছু নাই আমার—পাত্র হলেই হ'ল। বুঝেছেন ?

বিমল : কিচ্ছু বুঝি নাই। মানে পাত্র ত' অনেক রকম আছে স্যার—সোনা, রূপো, তামা, কাঁসা—মায় নারকেলের মালারও পাত্র হয় মশায়।

হরেন্দ্র : আজ্ঞে পয়সা দিয়ে যে পাত্র কিনতে হবে না—এমনি পাত্র চাই আমার। তাতে নারকেলের মালা নারকেলের মালাই সই। তবে দেখবার কথা কি জানেন—শেষে জামাই শুদ্ধ এসে ঘাড়ে না পড়েন। তার চেয়ে একা ভাইঝি অন্ন ধ্বংস করছেন সে অনেক ভাল।

বিমল : তা হ'লে White wing Black wing মানে শুক্ল পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষ বাছবেন না ত, পক্ষের বালাই নাই ত, কেমন ?

হরেন্দ্র : কিছু না।

বিমল : মাথার চুলেও না !

হরেন্দ্র : বুঝলাম না।

বিমল : মানে মাথার চুলে যদি শুক্ল পক্ষই পড়ে থাকে—

এমন কি তিথিতে যদি একাদশী পর্যন্ত এগিয়ে থাকে! পূর্ণিমা হ'লেও কোন আপত্তি নাই।

হরেন্দ্র : মোট কথা এ দায় আমার ঘাড় থেকে নামলেই হ'ল।

বিমল : অল রাইট। মেয়ে লেখাপড়া গান বাজনা জানে ?

হরেন্দ্র : জানে—বেশ ভালই জানে। মেয়েটার বুদ্ধি খুব ভাল—গলা ভাল, দেখতেও ভাল বুঝেছেন—স্কুলে বরাবর ফার্স্ট হয়ে আসছিল, ফ্রিও ছিল বরাবর। কিন্তু বড় হয়ে উঠল—আর আমার স্ত্রীর ধরল অম্বলের অসুখ—বাড়ির রান্না বান্না কাজ কর্ম কে করে বলুন, কাজেই ছাড়িয়ে আনতে হ'ল।

বিমল : দেখুন আমার কাছে ওসব আড়াল দিয়ে কথা কইবেন না। আমি খুব প্র্যাকৃটিকাল লোক। একটা উইভিং ইনডাষ্ট্রিসিজারস ফর্দাফাঁই করেছি, ছুটো চামড়ার ট্যানারী মনিব্যাগ তৈরী করেই ফুরিয়ে দিয়েছি—একটা পটারী চা খেতে শেষ হয়ে গেল, একটা ফিসারীর মাছ সমস্ত ঝোল খেতেই শোধ করেছি। এক মাকে তিনবার বধ করে শ্রাদ্ধের জন্যে চাঁদা তুলেছি। এখন করি ইনসিয়োরেন্সের দালালী, বিয়ের ঘটকালী, ইনকামট্যাক্সের এ্যাকাউন্ট্যান্ট—

হরেন্দ্র ঃ ইনকাম ট্যাক্সের এ্যাকাউন্ট্যান্ট ?

বিমল ঃ I mean—ধরুন আপনার ইনকাম ট্যাক্সের জন্য ফলস্ খাতা দাখিল করতে হবে। সে খাতা আমি তৈরী ক'রে দি। তারপর বিকেল বেলা সিনেমার টিকিট কিনে চড়া দামে বেচি। সন্ধ্যের পর পরচুলো পরে দাঁতের মাজন, রতি শক্তি বটিকা বিক্রি করি। বহু-বেশী আমি—আমাকে বহু বেশেই পাবেন। সুতরাং রেখে ঢেকে আমাকে কিছু বলবার দরকার নাই। ও আমি বুঝে নিয়েছি, বেশ ক'রেছেন, ভাত দেবেন কাপড় দেবেন একটু খাটিয়ে নেবেন না!

হরেন্দ্র ঃ এই আপনি ঠিক বুঝেছেন—আপনি হলেন খাঁটি লোক!

বিমল ঃ খাঁটি যে আমি দৈনিক খাই, সুতরাং খাঁটি না হয়ে উপায় কি আমার! কাজেরও আমার সব Ripe arrangement মানে পাকা বন্দোবস্ত। থাক—এখন কাজের কথা হোক। কি দেবেন আপনি ?

হরেন্দ্র ঃ সে আপনি পাত্র পক্ষের কাছে নেন না। বুড়ো পাত্র দেখে কিছু আদায় করে নিন।

বিমল ঃ গুড্ বাই, সার গুড্ বাই। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

হরেন্দ্র ঃ আরে বসুন—উঠে দাঁড়ালেন যে ?

বিমল : Timeএর জমা খরচের খাতায় আমার বাজে খরচের ঘর নেই স্যার। আমি নাচার—আচ্ছা চল্লাম—আপনি third party দেখবেন।

হরেন্দ্র : বেশ ত' আপনি কি চান বলুন!

বিমল : দর না ক'রে যদি কথার কদর করেন তবেই বলি নইলে পীরবদর বলে ভেসে পড়ি।

হরেন্দ্র : বলুন বলুন। কিন্তু বুঝে বলবেন—অবস্থা ত' দেখছেন!

বিমল : কেন? আপনার বস্তা ত শূন্য বলে মনে হয় না। ঘরদোর—ফিটফাট—মায় টেলিফোন—

হরেন্দ্র : সমস্ত ভাড়া—আর ধারের কারবার মশায়—তাও সবই বাকী। টেলিফোনটা আমার এক ইনসলভেন্টের আসামী মক্কেলের, সে আমার নামেই ওটা রেখেছে। মামলা চুকলেই ওটা আর থাকবে না।

বিমল : বেশ, একশো একই তা হ'লে দেবেন!

হরেন্দ্র : মাফ করবেন—

বিমল : ভাল—একাশী।

হরেন্দ্র : আরও কিছু কম করুন।

বিমল : একাত্তর।

(হরেন্দ্র কি বলিতে গেলেন, কিন্তু তাহার পূর্বেই বিমল বলিল—)

একষট্টি—One—Two—Three, (একখানি ফর্ম

বাহির করিয়া) আমার স্তার everything in paper and pen—কাগজে কলমে। লিখুন এইখানে সিক্সটী ওয়ান, এইখানে সই করুন।

হরেন্দ্র : আর আপনি কি দেবেন আমাকে ?

বিমল : Here you are sir—এই নিন আমি সই ক'রে দিচ্ছি। (একখানি ফর্ম বাহির করিয়া সই করিয়া দিল) আচ্ছা—নমস্কার। নিশ্চিন্ত থাকবেন আপনি। এক মাসের মধ্যে শেষ ক'রে দিচ্ছি সব।

হরেন্দ্র : চলুন—আমাকেও একটু বাইরে যেতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা : অদৃষ্টের বন্দোবস্ত পাকাই বটে। তার যোগাযোগ মণির সঙ্গে কাঞ্চনের না মিলন হয়ে উপায় নাই।

(রমার প্রবেশ)

রমা : আসুন না, আসুন না মণি দি, বাড়িতে কেউ নেই।

(শ্যামার বান্ধবী মণির প্রবেশ, সুসজ্জিতা মণি)

মণি : এই যে শ্যামা—তোকে একটু বিরক্ত করতে এলুম ভাই—সেই বিদায় গানটার সুর আমার যদি একবার দেখিয়ে দিস্। ক' জায়গায় আমার ভুল

হচ্ছে। কম্পিটিশনে এবার ওটা একেবারে শেষের সময় আমি গাইব ভাই।

শ্যামা : (ম্লান হাসি হাসিয়া গানখানি গাহিল)

এই সময়ে মানে মানে বিদায় নেওয়াই ভাল
(তোমার বিদায় দেওয়াই ভাল)
দিগন্তে ওই মিলিয়ে এল ম্লান গোধূলির আলো।
মুখ যে তোমার মিলিয়ে আসে
আঁধার ঘনায় দীর্ঘশ্বাসে
(এবার) আসি আমি, তুমি ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো॥
কোনো কথাও বলিনি ক' সে নয় আমার হেলা
ও মুখপানে চেয়ে চেয়েই ফুরিয়ে গেছে বেলা
আবার যদি কোন প্রাতে
হয় গো দেখা তোমার সাথে
হাতটি রেখে তোমার হাতে বলব ছিলে ভালো!
আবার শুধুই দেখব তোমার নয়নতারা কালো।

মণি : (শ্যামার গান শেষ হইলে) ধন্যবাদ ভাই—
অসংখ্য ধন্যবাদ শ্যামা। আচ্ছা আমি যাই।

শ্যামা (ম্লান হাসি হাসিয়া) এস।

(মণির প্রস্থান)

রমা : দিদিভাই!

শ্যামা : ভাই ভাই!

রমা ঃ কেন দিন দিন তুমি মুষড়ে পড়ছ বলত। আমি ত বলেছি—যেদিন তুমি বলবে সেই দিনই যেমন করে হোক তোমায় পটাসিয়াম সাইনাইড এনে দেব। ছাদে যাই ঘুড়ি ওড়াইগে। কিন্তু মণিদিটা কি স্বার্থপর! উঃ—এ জানলে কখনও ওকে ডাকতুম না। আমি ভাবলুম ও এসে তোমার সঙ্গে গল্প করবে—ও তোমায় ভালবাসে! উঃ। (শ্যামা শুধু হাসিল)

চতুর্থ দৃশ্য।

[দত্তব বাটীমধ্যস্থ কক্ষ। কড়ি ঘরে আপন মনে একটা পাশবালিশকে ডামি করিয়া তাহার সহিত বক্সিং লড়িতেছে।]

কড়ি ঃ ফার্স্ট ব্লো—লেফটহ্যাণ্ড—ইয়া সেকেণ্ড ব্লো লেফটহ্যাণ্ড, ইস্‌ থার্ড ব্লো ফসকে গেল। কাম অন—কাম অন—দিস ইস দি ফোর্থ ব্লো রাইটহ্যাণ্ড। এঃ বালিশটা যে ফেটে গেল! ফু—ফুঃ—আরে যত তুলো মুখেই এসে ঢোকে যে!

(মানদার প্রবেশ)

মানদা ঃ (দেখিয়া) বালিশটা ফাটিয়ে ফেল্লি?

কড়ি ঃ ঘুঁসির জোর ভয়ানক হয়েছে দিদিমা—দাঁড়াও এবার একটা খড়ের ডামি তৈরী করছি।

মানদা ঃ সে আবার কি?

কড়ি : খড়ের মানুষ—তারই সঙ্গে লড়াই করব।

মানদা : তার চেয়ে দেখে শুনে সত্যি মানুষ নিয়ে আয় না ভাই—ঝগড়া বিবাদ ক'রে ঢের বেশী আনন্দ হবে।

কড়ি : (হাসিয়া) আমি হেভী ওয়েট বক্সার দিদিমা—আমার সঙ্গে লড়াই করবার যোগ্য পাত্র এ মুলুকে কেউ নেই।

মানদা : আঃ আমার মরণ, পাত্তর কি হবে—পাত্রী মেলা আছে।

কড়ি : পাত্রী ?

মানদা : হ্যাঁ রে—বৌ নিয়ে আয়—বিয়ে ক'রে ফেল।

কড়ি : হ্যাঁঃ—যে তোমার দাদা, শুনলে তোমায় আস্ত রাখবে না। তা' নইলে বিয়ে ত সবাই করে—আমারই বা আপত্তি কিসের !

মানদা : (হাসিয়া) কিন্তু তুই বড় বেহায়া হয়েছিস কড়ি ! বিয়ের কথায় লোকের লজ্জা হয়।

কড়ি : মনে পুলক হলেই মুখে লজ্জা আসে দিদিমা, তোমার দাদার মুখ মনে হলে আমার বুকে যেন কীলক বসতে থাকে। তারই প্রতিধ্বনি খট খটে কথায় বেরিয়ে আসে, কি করব বল ? আর (মানদার গলা জড়াই ধরিয়া) তুমি হ'লে আমার সখি,

তোমায় যদি প্রাণের কথা না বলব—ত' বলব কাকে ?

(নেপথ্যে দত্ত—হরিবল—হরিবল গোবিন্দ হে !)

কড়িঃ ছয়ের পিঠে পাঁচ পঁয়ষট্টি—পালালাম দিদিমাঁ। বুড়ো আসছে।

(পলায়ন)

(দত্তর প্রবেশ)

দত্তঃ মাটী করলে সব—ফেরার করলে আমাকে ! দেশ শুদ্ধ লোক মিলে ফেরার করবার মতলব করছে—একটি পয়সা যদি কেউ দিচ্ছে !

মানদাঃ কেন দাদা—পকেট যে আজ বোঝাই—এত টাকা—

দত্তঃ নিবি ? নিবি টাকা ? এই নে—

(ঝর ঝর করিয়া পকেট হইতে চকমকির পাথর ঢালিল)

মানদাঃ ও-মা—এ যে পাথর—এত পাথর কি হবে ?

দত্তঃ মাথায় মারব, মেরে আত্মহত্যে করব। দিলে না বেটারা, একটি পয়সাও কেউ দিলে না ! উঃ মাটি করলে আমাকে—ফেরার করলে ! কই চকমকির বেঁকীটা কোথা গেল। এই যে।

(চকমকির বেঁকী লইয়া বসিয়া) প্রথমেই এইটেকে দেখব। ভারী বাহারের পাথর এটা।

মানদাঃ একটা কথা বলব দাদা !

দত্ত : বল না কেন ? বলি তার জন্যে এত ভনিতে কিসের ?

মানদা : কড়ির এইবার বিয়ে দাও !

দত্ত : বিয়ে !

মানদা : হ্যাঁ—তাতে আর আশ্চর্য্যির কি আছে ? আব আমাদেরও বয়স হল, কোন্ দিন মবে যাব হয়ত। কড়ির বৌ—

দত্ত : মরে যাব ? মরে যাব কি ? মরে কি অমনি গেলেই হ'ল ? তুই মবতে পারিস, কিন্তু আমি মরব কেন ? আমাব পরমায়ু পঁচানব্বুই বছর, এই ত সবে আমার পঞ্চান্ন। এখনও আমার অর্দ্ধেক জীবন বাকী। তুই বুঝি, এমনি করে আমার মরণ তাকাস্।

মানদা : কি যে বল তুমি দাদা—ছি। বেশ আমি ত' মরব।

দত্ত : মরবেই যদি তবে আর কড়ির বৌ দেখার মায়া কেন ? বৌ কি তোমার জগন্নাথ হবেন যে, মুখ দেখলেই স্বর্গে যাবে।

মানদা : কিন্তু কড়িও ত বড় হল—তারও ত বিয়ের সাধ হয়—!

দত্ত : কড়া—কড়া—ওরে ও শূয়ার কড়া হারামজাদা!

(কড়ির প্রবেশ)

কড়ি : কি ? আচ্ছা এত চেঁচাও কেন বলত ?

দত্ত : বেশ করি খুব করি—আমার ঘরে আমি চেঁচাই—সে আমি বেশ করি। কিন্তু তুই শূয়ারের মতলব কি শুনি? বলি লোকে কি কড়াবাবুকে সিকি বলে ভুল করছে যে বাঁয়ে ইলেক নেবার সাধ হয়েছে! বলি ওরে ও শূয়ার, তুই নাকি বিয়ে করাব?

মানদা : আচ্ছা দাদা—

দত্ত : চোপ রও। বলি ওরে ও শূয়ার একবার বাঁয়ে ইলেক নিলে কি আর রক্ষে থাকবে হারামজাদা—ইলেকের পর ইলেক—ওরে ইলেকের আর বিরাম থাকবে না। কড়া তখন দস্ত কেড়ে দস্তী হয়ে যাবেন। ও সব হবে টবে না। এক সর্ব্বনাশীকে বিয়ে করে আমার এই দুর্দ্দশা। মাগী গেল—ত, রেখে গেল এক বেটি, সে বেটি হারামজাদী গেল—সে আবার আমাকে শূয়োরের পাল পালতে দিয়ে গেল। ও-সব হবে না। এই খরচেই আমি মাটি হলাম—ফেরার করলে আমাকে! বাপরে বাপ—বাপরে বাপ।

মানদা : আয়রে কড়ি আয়, বিয়ে ক'রে তোর কাজ নাই।

কড়ি : (দত্তর অন্তরালে) বল না বুড়োকে দিয়ে দি এক স্যুইট ব্লো!

(মানদা ও কড়ির প্রস্থান)

দত্ত : বিয়ে—আবার বিয়ে? আমার সাত পুরুষের মধ্যে কেউ বিয়ে করতে পাবে না—আমি উইল করে

যাব। (পাথরে বেঁকী ঠুকিয়া) বাঃ রে—এযে তুবড়ী বাজীর মত আগুন ঝরে এঁ্যা! (আবার ঠুকিল) বহুত আচ্ছা! বলিহারী! ফর ফর করে আগুন বেরুচ্ছেরে বাবা! (আবার ঠুকিল) ওরে বাবা—এ পাথর ত নয় এযে লঙ্কাকাণ্ড! এ কি হনুমানের লেজ থেকে তৈরী নাকিরে বাপু! দাঁড়াও —এইটেকে ভেঙ্গে—ওই শূয়ার কড়াটাকে খানিকটে দিতে হবে। কেবল বলে আগুন বেরোয় না—নে —নে শূয়ার আগুন নে! এই দেখ (আবার ঠুকিল) বহুত আচ্ছা কিন্তু একটা চটা ছেড়ে গেল, যাক্! উঃ —উঃ—গন্ধ কিসের রে বাবা—পুড়ছে—বিছানা পোড়া গন্ধ ওঠে যে! লে বাবা এযে সাক্ষাৎ লঙ্কাকাণ্ডরে বাবা! সর্ব্বনেশে পাথররে বাবা।

(তাড়াতাড়ি দেখিয়া চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া আগুন নিভাইল)

নেপথ্যে—দত্ত মশায়—দত্ত মশায়!

দত্ত : এই দেখ কালপুরুষের মত বেটাদের ডাক দেখ।

(প্রস্থান)

(খুদিরামের প্রবেশ)

খুদি : বাঃ বেশ ঠাকুর ত! সুন্দর ঠাকুর। এটা আমি পুজো করব। (প্রস্থান)

(দত্তের প্রবেশ)

দত্ত : এই আমার পাথর? আমার পাথর কোথা গেল? কে নিলে? মানদা—মানদা!

(মানদার প্রবেশ)

এইখানে যে আমার একটা বড় পাথর ছিল কি হ'ল ?

মানদা : পাথর দিয়ে আমি কি করব দাদা—হয় ত' ছেলেরা কেউ—

দত্ত : মরুক—মরুক—মরুক—হারামজাদা বেটারা মরুক সব। মাটি করলে আমাকে—ফেরার করলে সব! এক একটা ছেলে এক একটা ক্ষুদ্দ রাক্ষস—একেবারে এক একটা ছেলে আধসের ক'রে চালের ভাত খাবে। এত লোক মরে—এগুলো মরে নারে বাঁপু!

মানদা : ছি দাদা—সংসারে ত' তোমার অবলম্বন ঐ কটি দৌহিত্র। তাদেরও গালাগাল দাও তুমি কি ক'রে আর কি এমন পাথর যে এই ভরা সন্ধ্যে বেলায় তুমি এমন কুরুক্ষেত্তোর বাধিয়ে তুললে! দেখি বাপু আবার কে নিলে—আমার হয়েছে এক মরণ!

দত্ত : সে পাথরে আমার লঙ্কাকাণ্ড হয়—কুরুক্ষেত্তর ত পরের কথা! এখন কুরুক্ষেত্তর ত' হচ্ছেই—পাথর না পাওয়া গেলে এর পর মুষলং কুল নাশনং করব আমি!

(বেড়াইতে যাইবার বেশভূষা করিয়া কড়ির প্রবেশ)

এই কড়া তুই জানিস ?

কড়ি : কি ?

দত্ত : কি ? পাড়া শুদ্ধ লোক শুনতে পেলে আর নবাব-

দত্ত : কিছু হবে না, তুমি যাও ঘর থেকে।

মানদা : আমি ত যাবই—কিন্তু কি—।

দত্ত : আমি টাকাকড়ি গুনব মানদা—(মানদা আর শুনিল না চলিয়া গেল)

দত্ত : (পাথরের সম্মুখে আলো ধরিয়া) হুঁঃ—আলো পাথরের ভেতরও জ্বলছে !

(আলোটা বাড়াইয়া দিয়া) উঃ—পাথরটা ঝকমক করে উঠল। এটা কি ? এ কি ভেতরে যেন সব দাড়িমের দানার মত কি সব রয়েছে মনে হচ্ছে !

(আলোটা আরও বাড়াইয়া দিল)

তাইত—ঐ যে দানাগুলো স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। এটা কি তবে—

(আলোটা চড়াৎ করিয়া ফাটিয়া গেল)

আঃ—! কড়া—কড়া—ওরে ও শূয়ার—।

নেপথ্যে মানদা : সে বাড়িতে নাই—গানবাজনা করতে গেছে কোথায়।

দত্ত : মরেছে—মাটি করলে—সব ফেরার করলে আমাকে ! গানবাজনা করতে গেছেন নবাবজাদা। বনশূয়ার আমার তানসেন হয়েছেন ! তবে তুই শোন্ মানা—কড়ার দোকান থেকে হেজাক বাত্তী এনে দিতে বল ছিদেমকে।...এটা তাহলে কি ? সামান্য পাথর ত' নয়। পাথর কখনও ত' এমনভাবে

জ্বলে না! তবে কি হীরে—না মণি—না অন্য কোন দামী পাথর?

(মানদা একটা হেজাক বাতি রাখিয়া চলিয়া গেল)

(আলোতে পাথরটা ধরিয়া) উঃ বাঘের চোখের মত জ্বলছে? দানাগুলো ভেতরে ঝিক্‌মিক্ করছে! হীরে—নিশ্চয় হীরে! (একটুক্ষণ চিন্তা করিয়া) হীরে ত' কাচ কাটে—দেখি দাঁড়াও!

(দেওয়ালের উপর হইতে কালীমূর্তির ছবিটি নামাইয়া)

হোক্ ইষ্টদেবীর ছবি—এর পর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব। হে মা কালী—কাটিস্, চড় চড় ক'রে কাটিস মা! (কাচখানা খুলিয়া পাথর দিয়া দাগ টানিয়া দিল, তারপর চাপ দিতেই কাচখানা দাগে দাগে মট করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল) (সোল্লাসে দত্ত বলিয়া উঠিল) কেটেছে—কেটেছে! ওঃ হীরে—হীরে—হীরে! কড়া—কড়া—কড়া! কালই কলকাতা যাব। আচ্ছা কত দাম হবে? এক লাখ? যে রকম ওজন তাতে—তুলাখ, তুলাখ কি তিন চার পাঁচ লাখ টাকা হবে! দাঁড়াও, আর একবার দেখি—

(বার বার কাচ কাটিয়া কাচের টুকরায় ঘরখানা ভরাইয়া তুলিল, নিজের হাত দুখানাও রক্তাক্ত হইয়া উঠিল)

(অবশেষে গান আরম্ভ করিল)

তোম্ না—তোম্ না—তেরে না—নারে না—দ্রিম না —দ্রিম না—

(মধ্যে মধ্যে তালের মাথায় হাঃ হাঃ করিয়া তেহাই দিতে লাগিল)

(কড়ির প্রবেশ। দত্ত কড়িকে দেখিয়া চুপ করিয়া গম্ভীর হইল)

কড়িঃ এ কি ? তোমার হল কি ? হঠাৎ যে গান করতে আরম্ভ করলে ?

দত্তঃ ওরে শূয়ার—আমরাও গান জানি। আমরাও গান গাইতাম—শুনবি—(সুরে) প্রেয়সীর মুখশশী—দেখে পূর্ণশশী মেঘে লুকায়।

(কড়ি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

দত্তঃ এখন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

কড়িঃ এ কি —ঘরময় কাচের টুকরো, তোমার হাত কেটে রক্তগঙ্গা—এসব কি ক'রে হোল ?

দত্তঃ ওরে শূয়ার আগে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়।

কড়িঃ দরজা বন্ধ ক'রে কি হবে ?

দত্তঃ বলি কথা শুনবি না কি ? আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

কড়িঃ (দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া) এই নাও—হ'ল ত।

দত্তঃ বস—এইখানে। এই দেখ। (পাথরটা হাতে দিল)

কড়িঃ কি এটা ?

দত্তঃ হীরে—কিম্বা অন্য কোন দামী পাথর। দেখ্ আলোতে ধরে দেখ্। চকমকির পাথর কুড়োতে—কুড়িয়ে পেলাম।

কড়িঃ তাই ত দাদু—

দত্তঃ তারপর এই দেখ। (কাচ কাটিয়া দেখাইল)

কড়িঃ সত্যিই ত দাদু—এ ত' দামী পাথরই বটে।

দত্তঃ চল, কালই কলকাতা যাব। আমাদের রজনী রায়ের বাসায় যাব সে লোক ভাল। তবে ভয় রাস্তায়—যদি কেউ—।

কড়িঃ (হাসিয়া ঘুসি পাকাইয়া) ওয়ান স্যুইট ব্লো—আর একবারে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। দেখ না—মাসেল সব কেমন জমেছে—দেখ না। (হাত ঘুরাইয়া দেখাইল)

দত্তঃ হ্যাঁরে—ওই যে কি সিগ্রেট ভাল তোর—কাঁইচি না কি—ওর দাম কত রে?

কড়িঃ তিন আনা বাক্স।

দত্তঃ নে এই তিন আনা পয়সা, নে! কিন্তু দেশলাই ব্যবহার করতে পাবি না—চকমকি—চকমকি—চকমকির দৌলতে—হীরে—বুঝেছিস শূয়ার!

(কড়ি চলিয়া গেল)

দত্তঃ (সুরে) প্রেয়সীর মুখশশী দেখে শশী মেঘে লুকায়। হাঃ-হাঃ-হাঃ। (তাল ও তেহাই দিল)
(সহসা উপরের দিকে মুখ ফিরাইয়া) তুই সব্বনাশী মরে আমার কি সব্বনাশ আর করলি? দেখ্ আমার ভোগ দেখ্—নিজের পঁয়ষট্টি হাজার—তার ওপর ছাপ্পড় ফোড়কে—লাখ-লাখ-লাখ! আমাকে ফাঁকি

দিলি, না নিজে ফাঁকে পড়লি দেখ্! খট খট লবডঙ্কা—খট খট লবডঙ্কা—তোর কপালে খট খট লবডঙ্কা!

পঞ্চম দৃশ্য।

[কলিকাতাব পথ। জনৈক পকেটকাটা একটা গলিব মুখে দাঁড়াইয়া হাতে একটি সিগারেট লাইটাব লইয়া আপনার মনেই আক্ষেপ করিতেছিল]

লে-বাবাঃ, এক দেশলাইয়েই শালা বাবুদের পাকিটে আগুন ধরিয়ে দিলে! পাকিট কাটলেই শালা ঝপ করে হাতে এসে পড়ে এইগুলো। সেই সকাল থেকে দশটা সিগারেট লাইটার এসে পড়ল হাতে (একে একে পকেট হইতে সিগাবেট লাইটাবগুলি বাহিব করিল) যাক—দেখি এই কটা বেচে যা পাই—একবেলার একপো ক্ষীরেব দাম ত' হবে।

(জনৈক ভদ্রলোকেব প্রবেশ)

ভদ্রলোক: (মুখে বিড়ি গুজিয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে প্রবেশ)

পকেট কাটা: (তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া) সিগারেট লাইটার লিবেনবাবু! খুব ভাল জিনিস আছে—

বিলিতী মাল! সস্তা ক'রে দোব! একটা সিকি দিবেন বাবু।

ভদ্রলোক : নাঃ—আমি পানের দোকান খুঁজছি—ওদের দড়ির আগুনে আমার কাজ চলে যায় বাবা। দেশলাই আমি কিনি নে।

(প্রস্থান)

পকেট কাটা : ধরিয়ে নিয়ে যান বাবু—ধরিয়ে নিয়ে যান, পয়সা লাগবে না তাতে!

(বিমলের প্রবেশ)

সিগারেট লাইটার নিবেন বাবু? ভারী সস্তা দামী জিনিস?

বিমল : আমার পকেটে তিনটি দেশলাই এসে গেছে—ছুটো বেচে দোব, ছুটো কেন—তিনটেই বেচব, এক পয়সায় তিনটে—নেবে তুমি!

(প্রস্থান)

পকেটকাটা : এই হ'ল সেরা বিদ্যের সেরা বিদ্যে—চেয়ে নিয়ে ফেরৎ না দেওয়া।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[কলিকাতা বজনী বায়ের বাসা। দত্ত, কড়ি ও বজনী।
কড়ি খবরের কাগজে বক্সিংএর খবর পড়িতেছে।]

দত্ত : এই দেখুন পাথর। (পাথর বজনীর হাতে দিল, বজনী দেখিতে লাগিল)

দত্ত : সূর্য্যের ছটায় ধরুন—দেখছেন—দেখছেন—কেমন ঝকমক করছে দেখছেন! বেশ ভাল ক'রে দেখুন—ভেতরে দাড়িমের দানার মত সব দেখতে পাচ্ছেন! আবার কাচ কাটে যা—ওঃ—কচ্ কচ্ ক'রে ডাক্তারে যেমন ফোড়া কাটে ঠিক তেমনি ক'রে একেবারে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্য্যন্ত! আবার রাত্রে যদি আলো জ্বেলে দেখেন তবে দেখবেন পাথরটাও আলোর মত দপ দপ ক'রে জ্বলবে!

বজনী : হ্যাঁ, দামী পাথর ব'লেই মনে হচ্ছে। তা' আমার দ্বারা যা হয় সে সাহায্য আমি আপনার করব দত্ত মশায়!

দত্ত : হ্যাঁ আপনার ভরসাতেই এখানে আমার আসা বজনীবাবু; চিরকাল আমরা আপনাদের আশ্রিত লোক।

রজনী : কিন্তু মুস্কিল কি জানেন, এ সব পাথর জহরতের ব্যাপার ত' বিশেষ জানি না আমি; এ সবের আলাদা দালাল আছে!

দত্ত : আজ্ঞে না, ও দালালে টালালে আমার কাজ নাই —ওরা মাটি করে দেবে ফেরার করবে আমাকে। তার চেয়ে আপনি বরং আমাকে বড় বড় জহরতের দোকানগুলি ঘুরিয়ে আনবেন, তাতেই আমার ভাগ্যে যা হয়! আর ধরুন দালালী যা দোব সেটা বরং আপনি নেবেন, টাকাটা ভূতে খায় কেন?

রজনী : না—না—দালালী আমাকে কিছু দিতে হবে না। তা' বেশ, আপনারা সকাল সকাল স্নান টান করে নিন।

দত্ত : দাঁড়ান মশায়, একবার তামাক খেতে হবে। (বোঁচকা খুলিয়া হুকো তামাক টিকে চকমকি বাহির করিল) হ্যাঁ, আপনার খাজনা সব মিটমাট ক'রে দিয়ে এসেছি রজনীবাবু! কড়া—(কড়ি খবরের কাগজের ছবি দেখিয়া বক্সিং-এর কোন বিশেষ ভঙ্গিমা নকল করিতেছিল) আরে হতভাগা দিনরাত ঘুঁসি পাকাচ্ছে!

কড়ি : (রজনীর উপস্থিতিতে লজ্জা পাইয়া চট করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় বসিয়া) না।

দত্ত : না! সমস্ত রাস্তাটা মশায় ঘুঁসি পাকিয়ে এসেছে, যাকে দেখে তাকেই বলে গুণ্ডা। পুলিশে শেষ পর্য্যন্ত ওকেই গুণ্ডা বলে ধরত।

কড়ি : আর তুমি? তুমি যে সমস্ত রাস্তা লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে এলে! কুলির সঙ্গে ঝগড়া,

ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গে ঝগড়া, শেষে Busএর কণ্ডাক্টারের সঙ্গে ঝগড়া, বলে দু আনা ভাড়া হবে না, ছ'পয়সা নাও। আমি না থাকলে দিত ত' ঘাড় ধরে নামিয়ে!

দত্ত: ওরে শূয়ার দু আনা বল্‌লেই দু আনা দোব আমি তোকে; দর কবব না!···নে একবাব তামাক সাজ দেখি!

কড়ি: দায় পড়েছে আমাব! (হন হন কবিয়া বাহির হইয়া গেল)

দত্ত: শূয়ার কোথাকার! মাটি করলে ফেরার করলে আমাকে! বলি ওরে ও শূয়ার! (কড়ি উত্তর দিল না অগত্যা নিজেই তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল)

নেপথ্য হইতে বিমলের গলা শোনা গেল—Expenditure আছ নাকি—মিষ্টার এক্সপেণ্ডিচার!

বজনী: এই ঠিক হয়েছে দত্ত মশায়, ঠিক লোক পেয়েছি আপনার কাজের জন্যে! আমাব দূর সম্পর্কেব বেয়াই হন—পাকা লোক!

বিমল: (নেপথ্যে) হ্যালো Night Judgment—রজনী বায়!

রজনী: আরে এস এস বেই এস!

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল: ননসেন্স! ব্যাই কি—ব্যাই কি? Say Ex-

penditure। ব্যয় শব্দ থেকে বেই কথার উৎপত্তি! ব্যয় না করলে সংসারে বেই পাওয়া যায়! বল Expenditure!

রজনী : কি রকম—রঙে আছ নাকি!

বিমল : সেভেন হাণ্ডস্ আর্থ ডিগ্ ক'রে পাইস কি একটা পাই মেলে না স্যর—colour হবে কোত্থেকে বল! colour-এর মধ্যে colour—all white! বড়জোর তার মধ্যে ছিটেফোঁটা সরষে ফুলের yellow spots—তাও ভেসে বেড়াচ্ছে!

রজনী : বস-বস, তোমার কথাই ভাবছিলাম! এখন একটা জহরতের দালালী করতে পারবে!

বিমল : জহরৎ জুয়েলস্ Copper—She—I mean তামা-সা কবছ না ত!

রজনী : না-না তামাসা নয়। আমাদের গ্রামের ইনি শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত মস্ত ধনী লোক—এঁরই একটা পাথর বেচে দিতে হবে। পাথরটা কুড়িয়ে পেয়েছেন দত্ত মশায়—দামী পাথর বলেই মনে হচ্ছে।

বিমল : (হা-হা করিয়া হাসিয়া) বলি Village-go টেনেছে না কি! গাঁজা—গাঁজা—Village—মানে গাঁ go মানে যা। কুড়িয়ে কখনও জহরৎ পাওয়া যায়।

দত্ত : (অবাক হইয়া বিমলকে দেখিতেছিল)

রজনী : বেশ ত, পাথরটা তুমি দেখই না! কই দেখি পাথরটা দত্ত মশায় !

(দত্ত পাথরটা বাহির করিয়া দিল—বিমল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল)

রজনী : পাথরটায় কাচও কেটেছে খুব ভাল। কাচ কেটেও দেখা হয়েছে !

দত্ত : (হুকাটা টানিয়া ধোয়া না পাইয়া কল্কেটায় ফুঁ দিতে দিতে) এই দেখুন না। (বলিয়া বিমলের হাত হইতে পাথরটা লইয়া ঘরের সার্সীতে দাগ দিতে গেল)

রজনী : আরে আরে করেন কি দত্ত মশায়—দোরের কাচ কাটবেন না !

বিমল : (দত্তের হাত হইতে পাথরটা লইয়া সার্সীতে দাগ টানিয়া সার্সীর কাচখানা কাটিয়া ফেলিল)—I see !

রজনী : করলে কি—সার্সীর কাচখানা কেটে ফেললে !

বিমল : (রজনীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া) উঃ একেই বলে Leaf covered fore head, পাতা চাপা কপাল, ফুঁ দিয়ে পাতা উড়িয়ে—কপাল খুলে গেল। আর আমাদের বাবা পাথর চাপা কপাল—ঝড়েও ওড়ে না—বানেও নড়ে না। (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) যাক্—এখন কাজের কথা হোক।

দত্ত : দেখলেন ত—

বিমল : (বাধা দিয়া) yes—পাথর দামী বলেই মনে

হচ্ছে ! এখন কমিশনের কথা হয়ে যাক। পাথর বেচে আমি দেব—কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেণ্ট আমাকে দিতে হবে। সিকি সিকি দালালী দিতে হবে।

দত্ত : মাটি কববে ফেবার করবে আমাকে ! আজ্ঞে না,—মার্জ্জনা করবেন—মোটমাট দশটি টাকা আপনাকে পান খেতে আমি দোব।

(বিমল পকেট হইতে একটি আধলা বাহিব কবিয়া দত্তেব হাতে দিয়া)

বিমল : একখিলি পানেব দাম আধ পযসা—এই নাও কিনে খেয়ো তুমি—অনেক বকেছ ! (বলিয়া দত্তর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল)

দত্ত : (ক্ষণেক হতভম্বেব মত থাকিয়া তাবপব একটা পয়সা বিমলেব দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া) এতে আপনাব পান-বিড়ি ছুই-ই হবে—আধপয়সার পান আধপয়সাব বিড়ি। আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী বকেছেন।

(প্রস্থানোদ্যত)

বিমল : উঃ ভেরী টাইট মার্কেট—এ মার্কেটে নিডল বেচা সোজা নয় !—বলি ওহে কত্তা শোন-শোন—। বলি শতকরা পনের দেবে তুমি !

দত্ত : আজ্ঞে না। মোটমাট দশ বলেছি—পনের বলব—শেষ পঁচিশ দোব। তার বেশী একটি ছিদেম নয়।

বিমল : শতকরা পাঁচ—না হয় দুশো মোটমাট !

রজনী : না হে ব্যাই—একশো—

দত্ত : আচ্ছা রায়মশায় যখন বলছেন তখন না হয় পঞ্চাশই দোব আমি।

বিমল : অল রাইট। ঠিক একটার সময় আসব আমি— বাড়ি ঢুকব আর তোপ পড়বে। তোমরা রেডী থাকবে। প্রথমেই যাব হ্যামিল্টনের বাড়ি।

দত্ত : আচ্ছা তারা এখানে আসবে না! কলকাতার রাস্তা—দামী জিনিস সঙ্গে যাওয়া—গাড়ি করলে ভাড়া লাগবে অনেক—

বিমল : অল রাইট—তারাই এখানে আসবে। তাদেরই নিয়ে আসছি আমি। তোমরা রেডী থাকবে।

রজনী : দেখো যেন কোথাও গিয়ে আন-রেডী হয়ে পড়োনা।

বিমল : ননসেন্স! I am more ready than your ever-ready batteries। (প্রস্থান)

রজনী : আসুন দত্ত মশায়—স্নান করে ফেলুন, সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে তৈরী হয়ে থাকা দরকার। একটার সময় সাহেবকে নিয়ে আসবে—।

দত্ত : চলুন। কিন্তু সে শূয়ারটা কোথা গেল। হতভাগা কোথায় কোনদিন খুন হয়ে থাকবে—।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে কড়ির প্রবেশ)

কড়ি : উঃ কলকাতার সকল মেয়েই দেখলাম সুন্দর! কি কাপড় পরবার ভঙ্গী—কি সুন্দর চুল বাঁধার বাহার! সুন্দব কলকাতা সুন্দরীর রাজ্য। তন্বী তরুণী যেন এক একটি মেশিন মেড সিগারেট—গোল্ডফ্লেক—আর পাড়াগেঁয়ে মেয়ে? রাম-রাম থেলোহুঁকো। নাঃ বিয়ে যদি করতে হয় তবে কলকাতাতেই করব। আব কলকাতাতেই বাড়ি করব—আব একখানা গাড়ী মোটর—কি বলে—ডি-লাক্স না কি ওই গাড়ী একখানা। নিজে ড্রাইভ কবব। (ষ্টীয়ারিং ঘুবাবাব অভিনয়)। ফর্টি ফিফটী সিক্সটী মাইল স্পীডে—পাশে থাকবে সুন্দবী তরুণী প্রিয়া—রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ে আমার মুখে লাগবে, আমাব মুখেও থাকবে গোল্ডফ্লেক সিগারেট—····· হঠাৎ একটা লোক সামনে পড়ে গেল—কাট-কাট-কাট ষ্টিয়ারিং—উঃ—।

(দত্তর প্রবেশ)

দত্ত : এই যে—হতভাগা—।

কড়ি : উঃ খুব বেঁচে গিয়েছি! (দ্রুত প্রস্থান)

দত্ত : মাটী করবে—হতভাগা আমাকে ফেরার করবে। ওরে একটা যে আর বাজে।

(হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল)

যাঃ, গেল—এ কি ঘন্টা বাজে কোথায় রে বাপু! ওই-ওই এযে এক নাগাড় বেজেই চলেছে— ! আবে এইটার মধ্যে বাজে দেখি। (টেলিফোনটা চাপিয়া ধরিয়া) এই চুপ-চুপ-থাম্ থামবে বাপু! মাটি কবলে—ফেরাব করলেরে বাবা। বজনীবাবু—ও—রজনীবাবু—।

(বজনীব প্রবেশ)

রজনী ঃ (তাড়াতাড়ি টেলিফোন ধবিষা) Hallo—yes—yes Ray speaking, yes, We are ready. (টেলিফোন বাখিয়া দিয়া) দত্ত মশায়, হ্যামিল্টন কোম্পানীব লোক আসছে। দাঁড়ান আমি চাকব-টাকে বলে আসি। (প্রস্থান)

দত্ত ঃ (গুন গুন কবিয়া সুরে) প্রেয়সীর মুখশশী দেখে শশী মেঘে লুকায়। কিন্তু এটা কি রকম হল? (টেলিফোনের বিসিভার তুলিয়া) (সুরে) প্রেয়সীব মুখ-শশী দেখে শশী মেঘে লুকায়! ওই এ কি কথা কয় যে? ওরে বাবা—! এযে মেয়েমানুষের গলা! ওরে কড়া—ওরে কড়া—দেখত—দেখত কি বলে।

(কড়ির প্রবেশ)

কড়ি : (টেলিফোন ধরিয়া) এঁ্যা? songs? গান? কে গাইছিল? No never,—কক্ষণও না। (দত্তের প্রস্থান) —নাম্বার—যাঃ গেল!

নম্বর কি নম্বর বলব ? দি বলে ! 2345, বড়বাজার —or Calcutta— ? Calcutta—Calcutta— হ্যালো ! কে ? এ্যাঁ ও বাবা এও যে মেয়েমানুষের গলা ? এ্যাঁ (ঢোক গিলিয়া) কার বাড়ি ? হরেন্দ্র দে —ও—তা' আপনি কে ? ও—তিনি বাড়ি নেই। তা-ইয়ে-ইয়ে মানে (ঢোক গিলিয়া) কিন্তু আপনি কে ? তাঁর ভাইঝি ? (ঢোক গিলিয়া) তা-ইয়ে মানে আমি জিজ্ঞাসা করছি—মানে ইয়ে—কি নাম আপনার। বলুন ত।

দৃশ্যান্তর

হরেন্দ্রর বাটী

(টেলিফোন ধরিয়া শ্যামা)

শ্যামা ঃ আমার নামে আপনার দরকার কি ? কি আশ্চর্য —তবু বলবেন—আপনার নাম কি ? ক্ষতি কি ? ক্ষতি আছে বৈকি—কেনো বলব আপনাকে আমার নাম। আপনি অপরিচিত ব্যক্তি। আমি ভদ্রঘরের কুমারী মেয়ে। আঃ কি বিপদ ! কে বলছে আপনার বদ মতলব আছে ! বেশ শুনুন—আমার নাম শ্যামা। আপনার কি নাম—কি ? তিনকড়ি চন্দ ? এইবার বলুন—কি বলব কাকাবাবুকে !

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা : এই যে হারামজাদী বদ্‌মায়েসের ধাড়ী—বলি, তোর কাণ্ডটা কি শুনি ? তুই কি আমার সর্ব্বনাশ করবি ? ঘিয়ের ভাঁড়টা ভাঙ্গলি কি করে শুনি ?

শ্যামা : আমি ত, জানি না খুড়ি মা !

বিমলা : জানি না ? দেখে যা হারামজাদী সর্ব্বনাশী—দেখে যা। বড় বড় চোখ দুটো ত' আছে—দেখে যা। রূপ রূপসী—রূপসী আমাব—রূপের গববে চোখে দেখতে পাও না ! সর্ব্বনাশী—তুমি মর না কেন ? একটা খরচেব হাত থেকে যে বাঁচি। রূপ দেখে ত' একটা বুড়ো এসেও বিনা পয়সায় বিয়ে কবতে রাজী হ'ল না ! আয়—আয় !

(খোকনেব প্রবেশ)

খোকন : কেন মিছি মিছি বকছ মা !

বিমলা : ধরত' তুই টেলিফোনটা ! আয় পোড়ারমুখী।

(শ্যামাকে লইয়া প্রস্থান)

খোকন : (টেলিফোন ধরিয়া) হ্যালো—এ্যাঁ—একি ও বাবা এ যে আমাকে বিয়ে করতে চায়। ওঃ এ ত' খুব রসিক লোক দেখছি ! দাঁড়াও (মিহি গলায়) এ্যাঁ কি ? আমার লাঞ্ছনার কথা আপনি শুনতে পেয়েছেন ! ও—এ্যাঁ আপনার বুক ফেটে যাচ্ছে ? কি—আমরা কি জাত ? আমরা গন্ধবনিক। কি—

আপনারাও তাই।—বেশ। কি—কি—বাঙালা দেশ—?

দৃশ্যান্তর

পূর্বদৃশ্য রজনী রায়ের বাসা

(নেপথ্যে হর্ণের শব্দ)

কড়ি : (টেলিফোন ধরিয়া) বাঙলা দেশ—বাঙালী জাতি—এই কুমারীদেব দীর্ঘনিশ্বাসে উচ্ছন্ন যাবে। তাদের সে দীর্ঘনিঃশ্বাস অগ্নিশিখাব মত জ্বলে উঠছে। আমি আপনাকে উদ্ধার করব। প্রতিজ্ঞা করছি—ভগবানেব নামে প্রতিজ্ঞা করছি—আমি আপনাকে বিনা পণে বিবাহ করব। এ্যাঁ আমার বয়স—আমার বয়স বাইশ। নাম? তিনকড়ি চন্দ। আরও শুনুন—আমার অবস্থা মন্দ নয়। আমার স্বাস্থ্য ভাল। আর আপনাকে কি বলব—আমার জীবন দিয়ে আমি সুখী করবার চেষ্টা কবব। পূজা করব—হে দেবী—হে অজানা অচেনা লাঞ্ছিতা দেবী—আমি আপনার পূজা করব। এ্যাঁ—কি আমার ঠিকানা? আমার ঠিকানা—।

নেপথ্যে দত্ত : মাটি করলে—ফেরার করলে আমাকে! ওরে শূয়ার—বলি করছিস্ কি?

কড়ি : আমার ঠিকানা—।

(দত্ত, বিমল, রজনী ও হ্যামিল্টন কোম্পানীর সাহেবের প্রবেশ, সাহেব পাথরটা দেখিতে দেখিতে আসিতেছিল)

সাহেব : Well—you see (কডির আর ঠিকানা বলা হইল না, সে টেলিফোন রাখিয়া দিল)

দত্ত : মাটি করলে ফেরার করলে আমাকে ! ওরে কড়া—ওরে ও শূয়ার—এসে শোন না কি বলছে সাহেব। আমি যে বুঝতে পারছি না কিছু !

সাহেব : আচ্ছা মহাশয়, আমি বাংলাতেই বো-লছি। দেখেন—অনুমান হয় পাথরটি মূল্যবান পাথরই আছে। Valuable Stone হওয়াই সম্ভব। (পকেট হইতে ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস বাহির করিয়া দেখিয়া) হ্যাঁ—মূল্যবানই অনুমান হোচ্ছে। তবে কি জানেন—ঠিক কিছু বলা যায় না। জানেন ত' পিতলও সোনার মত ঝকমক্ করে। আমি বলি এটি আপনি কাটাইয়া ফেলেন। তখন ঠিক কদর বোঝা যাবে।

দত্ত : আচ্ছা—কি রকম দাম হবে সাহেব ?

সাহেব : ঠিক কি করিয়া বলি, তবে ভাল জিনিস যদি মিলে যায়, তবে দু' লাখ তিন লাখ—কি আরও বেশী হ'তে পারে।

দত্ত : তা আমাকে এক লাখ দিয়ে আপনারা নেন না কেন, তারপর আপনারা কাটিয়ে নেবেন।

সাহেব : এ অবস্থায় একটি টাকা দিয়েও এ পাথর

আমরা লিব না। আপনারা এক কাজ করেন—বড়বাজারে বাঁশটোলা লেনে যান—সেখানে যারা জহরৎ কাটে তাদের দিয়া কাটাইয়া ফেলেন।—ভয় নাই—তারা খুব সাচ্চা লোক Honest People,

দত্ত : মাটি করলে—ফেরার করলে বাবা—

সাহেব : Well—wish you good luck, কাটানোর পরে আমাদের কল দেবেন দয়া করে। Good-bye Mr. Mukherji.

বিমল : Good-bye.

(সাহেবের প্রস্থান)

দত্ত : হ্যাঁ মুখুজ্জে মশায়—এ যে আবার কাটাই করতে বলে।

বিমল : ও মুখ থাকলেই বলে দত্তমশায়—আপনি ভড়কান কেন ? দেখুন না—কালই আবার রাজ্যের জহুরি নিয়ে আসছি আমি। কিন্তু কমিশন বাড়াতে হবে দত্তমশায়।

দত্ত : আচ্ছা—আচ্ছা—আর কিছু দোব আপনাকে। কিন্তু তিন লাখ যখন নিজে মুখে বলে গেল—তখন দাম আরও বেশি হবে কি বলেন ?

বিমল : নিশ্চয় !

দত্ত : আচ্ছা আপনাকে পুরো একশো টাকাই দোব আমি।

কড়িঃ (অন্তরালে) ডজ-ডি-লাক্স-একখানা আর একখানা বাড়ি। কিন্তু কে সে—কি তার ঠিকানা—তা ত' জানি না। ফোন নাম্বার চেয়েছিলাম—তাও তো মনে নাই। ওঃ—!

রজনীঃ এস এস—চা খাই গিয়ে।

(কড়ি ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

কড়িঃ আ-হা-হা—লাঞ্ছিতা বালিকা—কি করুণ তার কণ্ঠস্বর! আর আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—কি অপরূপ তাব রূপ—কি বেদনার ছায়াম্লান শান্ত মুখচ্ছবি; কি সুন্দর তার নাম—শ্যামা—শ্যামা—শ্যামা—! খুঁজবো—খুঁজবো—আমি সারা কলকাতা খুঁজে দেখবো।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হরেন্দ্রদের বাটী। হরেন্দ্র ও বিমলা]

হরেন্দ্র : এ যদি হয় বুঝেছ—তা'হলে আমাদের দুঃখ শুদ্ধ ঘুচে যাবে। ঘটক বললে বুড়োব নাকি লক্ষ টাকা ঘরের মেঝেতে পোঁতা আছে। আবার একটা পাথর পেয়েছে—সেটারও দাম দু' তিন লাখ টাকা হতে পারে। হ্যামিল্টনের বাড়ির সাহেব এসে তাই বলে গিয়েছে। এখন গাঁথলে হয়?

বিমলা : শুনে অঙ্গ আমার শীতল হয়ে গেল। বলি বেল পাকলে কাকের কি?

হরেন্দ্র : নাঃ তোমাকে বোঝাতে আমার বাবারও ক্ষমতা নাই! আচ্ছা—বুড়ো আর ক'দিন—বয়স শুনলাম ষাট পার হয়েছে। বুড়ো মলেই ত' বিষয়ের মালিক- হবে শ্যামা। একটু বুঝে কথা বল—বুঝেছ?

বিমলা : সেই আশায় তুমি গোঁফে তেল দিয়ে বসে থাক। এখন আপদ বিদেয় হলে বাঁচি। দেখো— সেই বুড়োর মত এ আবার এসে টাকা না চেয়ে বসে।

হরেন্দ্র : সে এবার আমি বলে দিয়েছি। আর এ ঘটক খুব পাক্কা লোক। বুঝেছ?

বিমলা : বুঝেছি—ঢের বুঝেছি। (প্রস্থান)

হরেন্দ্র : কি মুস্কিল, বলছি মেয়েটাকে দু' দিন না খাটিয়ে একটু সুস্থির হতে দাও। সাবান-টাবান মাখুক। তা কি হবার উপায় আছে ? কি বিপদ।

(প্রস্থান)

(খোকনের প্রবেশ)

খোকন : লোকটা ত' জোচ্চর বলে মনে হোল না। কিন্তু ঠিকানাটা দিলে না। নাম বললে তিনকড়ি কলকাতা হল টাকাপয়সার রাজ্য—এখানে দিদির কাণাকড়িটি আমি কি ক'রে খুঁজে বের করব ?

(হরেন্দ্র ও শ্যামার প্রবেশ)

হরেন্দ্র : খান দুই গান ভাল ক'রে গেয়ে ঠিক ক'রে রাখ। সেদিনের মত গলা যদি কাঁপে, তবে বুঝতে পারবে। গান গাইলেন, না মেয়ে যেন কাঁদলেন ! কই গান গা—আমি ও-ঘরে কাজ করতে করতে শুনি।

(প্রস্থান)

খোকন : না—দিদি তোমার কাণাকড়ি—তিনকড়ি কোন সন্ধানই হ'ল না।

(শ্যামা শুধু ম্লান হাসি হাসিল)

নেপথ্যে হরেন্দ্র : শ্যামা—গান গাইতে বললাম যে।

(শ্যামার গান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রজনী রায়ের বাসার কক্ষ। কক্ষটার দরজা বন্ধ কিন্তু একটী জানালা খোলা আছে। সে দিক দিয়া বারান্দার কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।
দত্ত ও বিমল]

বিমল : এতেই আপনি বুঝুন না—ভগবানের অভিপ্রায়-টা কি? অভাব ত' আপনার ছিল না—রজনী বলেছে আমাকে, আপনি লক্ষপতি। কিন্তু তার ওপর হঠাৎ আবার এই হীরে, কথায় বলে মাণিক —এ কুড়িয়ে পেলেন কেন? এর অর্থ কি? ভগবান ইঙ্গিতে জানাচ্ছেন—তুমি ভোগ কর! যদি বলেন নাতিরা ভোগ করবে—বেশ তবে নাতিরাই ত' কুড়িয়ে পেতে পারত!

দত্ত : তা—বলেছেন আপনি ঠিক কথা মুখুজ্যে মশায়!

বিমল : ঠিক কথা ছাড়া আমার কাছে পাবেন না দত্ত-মশায়! সাধকের গুষ্টি—সাধক বাচ্চা আমরা! দেখুন এই বাবাদুলিটা—দেখুন। মাদুলির পুংলিঙ্গ এটা। এটাকে আমি বাবাদুলিই বলি। এ হচ্ছে আমাদের বংশের এক সিদ্ধপুরুষের কবচ। আমাদের মুখ থেকে যা বেরুবে—সে হ'ল বেদবাক্য—তার আর লঙ্ঘন নাই। কোন দ্বিধা করবেন না আপনি। সংসারে বহু কষ্ট করেছেন—এখন দু' দিন আনন্দ করুন।

দত্ত : তা বটে—আনন্দ সংসারে আর করলাম কৈ! মাটি করলে সব, ফেরার করে দিলে আমাকে। ভূতের বেগারই খেটে মলাম। দুটো মনের কথা —বুঝেছেন কিনা; কিন্তু এখন কন্যাই বা তেমন— যাকে বলে রূপবতী গুণবতী—

(জানালার ওধারে বারান্দায় কড়ির প্রবেশ)

কড়ি : নাঃ পেলাম না—কোন সন্ধান পেলাম না! কি করব? সমস্ত কলকাতা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজব! দিনের পর দিন—মাসের পব মাস! কিন্তু যদি বাসা বদল করে তার মধ্যে! যে দিক খুঁজে গেলাম— সেই দিকেই যদি উঠে আসে! তাই ত?

বিমল : গডেস্ গডেস্—যাকে বলে দেবকন্যা— সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! বয়সও আপনার পনের ষোল—যেমন চান! স্বভাব একেবারে লোটাস হনি—Lotus Honey—পদ্মমধু। চোখে রাখলে চোখ জুড়োন হয়—চোখের দৃষ্টি ভাল হয়। লাল কেটে যায়।

কড়ি : একি—আমার বিয়ের কথা হচ্ছে দেখছি। লাখে লাখ টাকা পেয়ে দাদুর দেখছি—মেজাজ শুদ্ধ পালটে গেল! কিন্তু টাকা নিয়ে আমি বিয়ে করব না। আর তাকে খুঁজে বের করব—নইলে—

দত্ত : (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমার ত' ইচ্ছে বটে মুখুজ্জে-মশায়, কিন্তু—।

বিমল : নো কিন্তু। কিসের কিন্তু আপনার? এত লাখে লাখে টাকা আপনার অদৃষ্টে আসছে—আপনি ভোগ করবেন না?

দত্ত : তা ত' বলিনি। মানে ধরুন উপযুক্ত নাতি—মাটি করলে—ফেরার করলে আমাকে।

বিমল : কিসের উপযুক্ত—যদি আপনার দুঃখই না বুঝলে তবে কিসের উপযুক্ত। আর আপনি ত' তাদের একেবারে ফাঁকি দিচ্ছেন না, দিয়ে দেন ওদের এক লাখ টাকা। বলুন ব্যস্ Compromise হয়ে গেল। এই নাও—নিয়ে তোমরা যা খুসী করগে। আমাকে ছেড়ে দাও—হিংসে টিংসে কর'না। আপনি দু' লাখ তিন লাখ নিয়ে পাতুন নতুন সংসার। তাতে আপত্তি করে—দিন নাতিদের ত্যাজ্যপুত্তুর করে।

কড়ি : উঃ—সর্ব্বনাশ!

দত্ত : তা হ'লে গাঁয়ে কিন্তু আর বাস করব না। মাটি করে দেবে—ফেরার করে দেবে আমাকে। এই-খানেই একখানা বাড়ি কিনে ফেলা যাক—কি বলেন? আর একখানা গাড়ি—মোটর একখানা!

বিমল : আলবৎ। আর হাজার বিশেক টাকার লাইফ্ ইনস্যুরেন্স একটা করে ফেলুন। ব্যস্ নিশ্চিন্দি! খান হাওয়া সস্ত্রীক মোটরে চড়ে, সিনেমা দেখুন,

থিয়েটার দেখুন, দার্জ্জিলিং যান—ভোগ করে নেন —সংসারকে ভোগ করে নেন! পাটে বসবার আগে Blood evenning লাগিয়ে দিন।

দত্ত: তবে তাই আপনি ঠিক করে দেন। আমারও ত' ধরুন জীবনের সাধ আহ্লাদ বলে একটা জিনিস আছে—না, কি বলেন? আর ধরুন শেষ বয়সও আছে—তখন যদি নাতিরা কি নাত-বৌরা না-ই সেবা করে! বৃদ্ধ বয়সে একটু হাওয়া করা—কি এটা ওটা খাবার করে দেওয়া—কি ধরুন পাকাচুল তুলে দেওয়া—কি বলেন!

কড়ি: (একান্তে আক্রোশভরে) পাকাচুল বাছতে গেলে ক্ষুর দিয়ে চাঁচতে হবে বুড়ো যখ। দাঁড়াও না বিয়ে তোমার করাচ্ছি আমি।

বিমল: তার আর ভাবনা কি! আজই রাত্রে গিয়ে সমস্ত কথাবার্ত্তা কয়ে ফেলছি আমি। আমারই আলাপী এক গন্ধবণিক ভদ্রলোক—বড় ভাল লোক তিনি। তাঁরই এক পরমাসুন্দরী ভাইঝি আছে—বল্লাম যে Goddess—দেবকন্যা। লেখাপড়া জানে, গান জানে—বল্লাম যে রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

কড়ি: উঃ—উঃ—কি পাষণ্ড নরাধম বুড়ো উঃ! আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা হচ্ছে! আর ওই চণ্ডাল দালালটা

—কি শয়তান উঃ! দোব তুই চণ্ডালকে ঘুষি চালিয়ে! আচ্ছা দাঁড়াও।

(প্রস্থান)

দত্ত: গানটানগুলো আজকালকার ফেশান হয়েছে বটে! তা ধরুন মন্দও নয়! ধরুন হঠাৎ মনটন খারাপ হয়ে গেল, তখন যদি স্ত্রী একখানা গানই শোনালে—মনটাও ঠাণ্ডা হল। তা মন্দ কেন—ভালই বলতে হবে।

বিমল: নিশ্চয়। কিন্তু টাকাকড়ি তারা কিছু দিতে পারবে না!

দত্ত: রাম রাম মুখুজ্জেমশায়—বিয়েতে টাকা নিয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে। একটা পয়সাও আমি চাই না।

বিমল: বাস্—তবে কালই চলুন মেয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি। আপনি পাথর মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছেন—আমি আপনাকে সজীব মাণিক পাইয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ঘটকালির বিদেয়টা মনে রাখবেন—বাবাতুলি ঠেকিয়ে যুগলকে আশীর্ব্বাদ করে দোব। জপতপ করে দোব—জপাৎ সিদ্ধি।

দত্ত: বেশ বেশ, তা দোব আপনাকে—আরও একশো টাকা দোব আমি।

বিমল : ব্যাস্ ব্যাস্ ! তা'হলে আমি যাই সেখানে—এক্ষুণিই যাব রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে !

দত্ত : দেখুন, বাড়ি যা কেনা হবে—তার সামনে বাগান যেন খানিকটে থাকে ! মানে—চাঁদের আলোয় স্বামী স্ত্রীতে একট বেড়ালাম—বুঝেছেন।

বিমল : Just like Adam and Eve, alright। তাই হবে—টাকা থাকলে ভাবনা কিসের ? মায় টাইগার্স মিল্ক পাবেন। আচ্ছা, আমি এখন যাই ! নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি, সব ঠিক করে দিচ্ছি আমি। রাত্রি বারোটা হল প্রায়, শুয়ে পড়ুন।

(প্রস্থান)

দত্ত : (বিছানায় শুইয়া) (সুরে) প্রেয়সীর মুখশশী দেখে শশী মেঘে লুকায় ! চাঁদভ্রমে কমলিনী বিমলিনী মুখ শুকায়।

(কড়িব প্রবেশ)

কড়ি : বলি আয়নাতে একবার নিজের চেহারাখানা দেখছ ?

দত্ত : কেন, কেন রে, শূয়ার, আয়নাতে মুখ দেখে কি হবে শুনি ?

কড়ি : পেছনে যে যমের দূত দাঁড়িয়ে হাসছে, সেটা দেখতে পাবে।

দত্ত : (উঠিয়া গম্ভীরভাবে) কি বল্লি, আমার মরণ কামনা করছিস্ তুই হারামজাদা শূয়ার ?

কড়ি : দেখ, তুমি ওসব বদ্ মতলব ছাড় ! লজ্জা লাগে না তোমাব—একটা কচি মেয়ে তার অকাল-বৈধব্য ঘটাতে লজ্জা হচ্ছে না তোমার, মায়া হচ্ছে না ? এই বয়সে তুমি বিয়ে করতে চাও ! বিয়ের পরেই ত' মেয়েটা বিধবা হবে !

দত্ত : ওরে শূয়ার, আমার পরিবার বিধবা হবে, তাতে তোমার করুণাসিন্ধু উথলে উঠছে কেন ?

কড়ি : এই দেখ, তুমি ওসব মতলব ছাড় বলছি। নইলে বিয়ের সাধ তোমার আমি মিটিয়ে দেবো।

দত্ত : (ক্রোধে উন্মত্তবৎ) কেন, কি করবি তুই আমার ? নিকাল্ বলছি আমার বাড়ি থেকে—নিকাল্ বলছি !

কড়ি : খবরদার বলছি, গায়ে হাত দিয়ো না।

দত্ত : (কড়ির ঘাড়ে হাত দিয়া) আভি নিকাল্—হারামজাদা, আমার সুখে তোমার হিংসে ! নিকাল্ বলছি আমার বাড়ি থেকে !

কড়ি : (ধাক্কা দিতেই দত্ত পড়িয়া গেল) তোমার বাবার বাড়ি এটা ? বুড়ো যখ্—আমার ভাগ্যের প্রাপ্য ধনে তুমি আমাকে ফাঁকি দেবে ? কিসের ধন তোর ? ও সমস্ত আমাদের পাওনা।

দত্ত : (উঠিয়া কড়িকে চড় মারিতে মারিতে) তোর ধন? হারামজাদা, শূয়ার কি বাচ্চা—(কড়ি ঘুষি খেলার ভঙ্গীতে চড় আটকাইতে লাগিল) গাধা-গণ্ডার, তোর বাবার ধন? ছোটলোক, ভিখিরীর বংশ—

কড়ি : তবে রে বুড়ো যখ, কামুক, লম্পট। বিয়ের সাধ তোমাব মিটিয়ে দিই এস! (প্রথম ঘুষি মারিয়া) এই তোমার গায়ে হলুদ! (দ্বিতীয় ঘুষি মারিয়া) এই সাত-পাক—(পাক খাইতে খাইতে দত্ত পড়িল—কড়ি তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়া গলা টিপিয়া ঘুষি তুলিল—দত্ত গোঁ গোঁ করিতে লাগিল) এই তোমার ফুলশয্যা। (ঘুষি কিন্তু মারা হইল না)

নেপথ্যে রজনী : দত্তমশায়—দত্তমশায়! কড়ি, কড়ি তিনকড়ি! (ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিয়া) এই যে দরজা খোলাই আছে। (ভিতরের অবস্থা দেখিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া) একি কড়ি, একি?

(কড়ি দত্তকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া একপাশে পিছন হইয়া ক্রোধভরে দাঁড়াইয়া রহিল)

দত্ত : (উঠিয়া কাঁদিয়া) দেখুন রজনীবাবু, দেখুন! বুনো-শূয়োরের কাণ্ড দেখুন। আপনি না এলে কুলাঙ্গার আমায় মেরেই ফেলত!

কড়ি : (সবেগে ঘুরিয়া) না, তোমাকে ফুলচন্দন দিয়ে পুজো

করব আমি ! বুড়ো ভেড়া আজ বাদে কাল মরবে তুমি—আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ—

দত্ত : (কান্না থামিয়া গেল, কড়ির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সরোষে গর্জন করিয়া উঠিল) আলবৎ করব, হাজারবার করব, লক্ষবার বিয়ে করব আমি ! পৌষ মাসে ধানের সময় একটা ইঁদুরে দশটা বিয়ে করে। আমি চার পাঁচ লাখ টাকার মালিক—একটা বিয়ে করব না আমি ? ইচ্ছে করলে বিশটা বিয়ে করতে পারি —তাদের ভরণপোষণ করবার আমার আয় আছে !

কড়ি : টাকা তোমার কিসের শুনি ? মায়ের বিয়ের সময় কথা কি ছিল তোমার ?

দত্ত : সে কথায় আমি—

রজনী : (বাধা দিয়া) থামুন মশায় আপনারা—

দত্ত : কেন থামবো মশায়, ওই অপোগণ্ড কুলাঙ্গারকে আমার বিষয় দিতে হবে নাকি ? মাটি করবে, ফেরার করবে আমাকে ওঃ ! ওঃ !

রজনী : দেখুন, সে যা আপনার খুশী করবেন। কিন্তু এই রাত্রি ত্নটো আড়াইটার সময় যদি এইভাবে আপনারা গোলমাল করেন, তবে পুলিশ আসবে। আর আমরা মশায় সারাদিন খেটেখুটে এসেছি, আমাদের একটু ঘুম দরকার, বুঝেছেন !

দত্ত : বলুন তাই ওই গণ্ডারকে, বুনোশূয়োরকে !

রজনী : আচ্ছা বিপদ যা-হোক্ রে বাবা !

দত্ত : যান—আপনি রজনীবাবু, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি না হয় সারারাত্রি জেগেই কাটিয়ে দেবো।

রজনী : নুইসেন্স—বেগুলার নুইসেন্স ! ছিঃ !

(প্রস্থান)

(দত্ত ও কড়ি—উভয়ে পরস্পরের দিকে পিছন ফিরিয়া ক্রোধ-স্ফীত মার্জারের মত বসিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বিনিময় হইতেই পরস্পর মুখ ফিরাইয়া লইতেছিল)

তৃতীয় দৃশ্য

[ধীরে ধীরে কলিকাতার পথে উষার আলোকে ফুটিতেছিল। হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়াড়ী গঙ্গাস্নানার্থিনীগণ গান গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল]

চতুর্থ দৃশ্য

[রজনী রায়ের বারান্দা। কড়ি ও দত্ত দূরে দূরে বসিয়া আছে মধ্যে রজনী রায়]

দত্ত : আপনিই বিচার করুন না রায় মশায়, দোষ কার !

রজনী : যাক্—যাক্, ও যেতে দিন।—ছেলেমানুষ, তায় নাতি—

দত্ত : আজ্ঞে না, আমার দোষ হয়ত কান মলে দিন ধরে আমার ! কত মুনি ঋষিতে বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছে

বলুন দেখি! আমার ত' এ অর্ধেক বয়সে। কুষ্ঠিতে আমার পরমায়ু হ'ল—পঁচানব্বুই—এখন ত মোটে পঞ্চান্ন পার হয়ে ছাপ্পান্ন হল আমাব। শরীরও আমার রীতিমত সমর্থ আছে! আব ভগবান আমার ছাপ্পর ফোড়কে টাকা দিলেন। বিয়ে করব না আমি?

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল ঃ Good morning দত্তমশায়! দেরী হয়ে গেল আমার একটু! তা জুহুরিরা আসবে বেলা চারটেয়—এখন এই তিনটে!

দত্ত ঃ এই যে মুখুয্যে মশায়, প্রাতঃপ্রণাম! দেখুন, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। বিবাহ আমি কববই। আপনি সম্বন্ধ পাকা করে ফেলুন আজই।

(কড়ির ম্লানমুখে প্রস্থান)

বিমল ঃ হাতে পাঁজী Tuesday দত্তমশায়, মেয়ের খুড়ো হরেনবাবু আমার সঙ্গেই এসেছেন—আপনি নিজেই কথাবার্তা ripe করে ফেলুন। দে মশায়, হরেনবাবু—আসুন, আসুন!

(হরেনবাবুর প্রবেশ)

হরেন ঃ নমস্কার!

দত্ত ঃ (উঠিয়া) নমস্কার—নমস্কার! আসুন, আসুন—বসুন, এই যে—এই যে—এই চেয়ারটায় বসুন।

বিমল : ইনি হচ্ছেন—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত, নিবাস হোল বীরভূমের প্রেমপুর গ্রাম। মস্ত ধনী লোক—প্রকাণ্ড কারবার—বুঝেছেন! আর ইনি হলেন বাবু হরেন্দ্র-নাথ দে—উকিল—অতি ভদ্র সজ্জন ব্যক্তি! বুঝলেন দত্ত মশায়, ওই সজ্জন বলেই ভদ্রলোকের পসার হল না। পাত্রী এঁরই ভাইঝি, বাপ নাই মা নাই—এরই দায়! এখন আপনার দয়া হলেই ভদ্রলোক দায় থেকে মুক্তি পান।

দত্ত : বেশ, কথা আমার পাকা মুখুয্যে মশায়—ওর আর নড়চড় নাই—

রজনী : বেশ ত', মেয়ে দেখুন, দেখে পাকা কথা দেবেন।

বিমল : মেয়ে—সে দেবকন্যা—রূপেগুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

দত্ত : দেখলেন রজনীবাবু, দেখলেন? মুখুয্যে মশায় —মেয়ে যখন আপনার দেখা, তখন আমার আর দেখবার দরকার নাই। আমার কথা পাকা।

(রজনীও এবার উঠিয়া গেল)

হরেন্দ্র : দেখুন মশায়, অন্য একটি পাত্র আমার হাতে আছে। সেটিকে জবাব দিতে হবে। সুতরাং পাকা কথা মুখে না হয়ে—

বিমল : অল্ রাইট! তাই হবে হরেনবাবু—কাগজ কলমেই হবে! 'আমি কি ডরাই সখি beggar

রাঘবে ?' দত্তমশায় কি তাতেই পেছোবেন নাকি ? কি দত্তমশায় ?

দত্ত : তা বেশ ত', হয়ে যাক্ কাগজকলমে।

হরেন্দ্র : আমি মেয়ের ফটো একখানা এনেছি। এই দেখুন। (ফটো দিল) আর দেখতেই যদি হয়, তবে চলুন—আজই চলুন।

বিমল : কিছু দরকার নাই; আমি এই ফাঁদলাম—শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত ও শ্রীমতী শ্যামা দাসীর শুভ পরিণয়ের লগ্নপত্র মিদং কার্যঞ্চাগে।—লিখব নাকি দত্তমশায় ?

দত্ত : (ফটো দেখিতে দেখিতে) নাঃ, মাটি করলে, ফেরার করলে আমাকে ! বলি মানুষকে বলে কবার মুখুয্যে মশায়! লিখে শেষ করুন, আমি সই করে দিচ্ছি।

বিমল : এতদ্বারা পাত্রপক্ষে আমি স্বয়ং শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র দে'র ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী শ্যামাকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতেছি। এবং অঙ্গীকার করিতেছি যে, যদি আমি বিবাহ না করি বা অস্বীকার করি, তবে কন্যাপক্ষের অভিভাবকের নিকট ঐ কন্যার বিবাহের যাবতীয় খরচ আমি বহন করিতে বাধ্য থাকিলাম

এবং সম্মানহানির ক্ষতিপূরণস্বরূপ পাঁচহাজার টাকা দিতে স্বীকার করিলাম। এই পত্র দলিলস্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, আমি বিবাহের পণস্বরূপ এক কপর্দকও গ্রহণ করিব না। আর ঘটক বিদায়স্বরূপ বিমল মুখোপাধ্যায়কে একশত এক টাকা আমাকেই দিতে হইবে। ইতি। নিন্, সই করুন।—এই আমি সাক্ষী হয়ে আগেই সই করলাম!

দত্ত: (সই করিয়া দিল) তাহ'লে কাল সকালে কন্যা আশীর্বাদ করে আসব আমি।

হরেন্দ্র: বেশ, বেশ! তাহ'লে আমি আসি, নমস্কার!

দত্তঃ তাইত, জলটল যে কিছু খাওয়া হ'ল না। কড়া—কড়া, বলি ওরে ও শূয়ার! আঃ, মাটি করলে—ফেরার করলে আমাকে!

হরেন্দ্র: না না, ব্যস্ত হবেন না। হবে হবে, পরে হবে।

দত্ত: না না, ভারি অন্যায় হ'ল!

বিমল: সে অন্যায় আমরা সংশোধন করে দেবো দত্ত-মশায়। সেই পাত্রটির আবার আসবার কথা আছে—ওঁকে এখন ছেড়ে দিন।

দত্ত: বেশ, বেশ! তবে না হয় পরেই হবে।

বিমল: চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

(হরেন্দ্র ও বিমলের প্রস্থান)

দত্ত : (ফটো দেখিতে দেখিতে) (সুরে)—

প্রেয়সীর মুখশশী দেখে শশী মেঘে লুকায়।
চাঁদ ভ্রমে কমলিনী-বিমলিনী মুখ শুকায়।

আঃ! মাটি করলে, ফেরার করলে আমাকে রে বাবা! পঙ্গপালের মত সব এসে পড়ল।

(বিমল ও কয়েকজন সিন্ধি-ভাটিয়া জহরৎওয়ালার প্রবেশ)

বিমল : এই দেখুন দত্তমশায়, এঁরা সব এসে পড়েছেন। ইনি হলেন ডায়মণ্ড ট্রেডিংএর ম্যানেজার—ইনি কোহিনূর জুয়েলারির প্রোপ্রাইটর—ইনি হলেন হীরালাল মণিলালের লোক।

দত্ত : আসুন—আসুন।

বিমল : আনুন আপনার পাথর। বৈঠিয়ে, আপ্‌লোক্‌ বৈঠিয়ে!

(দত্ত তাড়াতাড়ি পাথর লইয়া আসিল ও টেবিলের উপর রাখিল।)

ডাঃ ট্রেঃ : (পাথর লইয়া) হ্যাঁ, প্রেসাস্‌ স্টোন মালুম হোতা হায়! বহুত পিল্‌দার হায়। লেকেন, ইস্‌কো কাটাই করকে নেহি নিকাল্‌নে সে তো ঠিক কুছ্‌ মালুম নেহি হোগা!

হীরালাল মণিলাল : (পাথর লইয়া) হ্যাঁ, ভিতরকে দানা ভি মালুম হোতা হায়। ইস্‌কো পহেলে আপলোক কাটাই কর্‌ লিজিয়ে।

কোহিনূর : উ দেখ্‌কে হামারা কেয়া মালুম হোগা ! হাম শুনা থা কি বাবুজি কাটাই কর্ লিয়া ! বাবুজি কাটাই কর্‌কে লিজিয়ে। বাঁশতল্লা সেনসে উ জহুরী লোক হ্যয়—উ লোক্ ঠিক বাতা দেঙ্গে—কাটাই হোনেসে ক্যাইসা চিজ্ নিকলে গা ! আচ্ছা, রাম রাম বাবুজি ! (প্রস্থান)

অপর জহুরিগণ : হাম্‌লোক ভি যাই বাবুজি ! রাম রাম ! (প্রস্থান)

দত্ত : বাঁশতলা, রাম রাম । এরা কি আমার শ্রাদ্ধ করতে চায় নাকি মুখুয্যে ?

বিমল : ভড়কান কেন ? আমি বাঁশতলার ওদেরও আসতে বলে এসেছি। দেখুন না, তারা কি বলে। নয়ত শেষ পর্যন্ত বোম্বাই ধাওয়া করব। সেখানে দামও মিল্‌বে বোম্বাই !

(নেপথ্যে) : বাবুজি, বাবুজি !

বিমল : অঃই—অই—এসে গেছে তারা। আইয়ে—আইয়ে—ভিতর আইয়ে।

(জহুরীর প্রবেশ)

জহুরী : রাম রাম বাবুজি !

বিমল : বল ত' বাবা—এই দেখ পাথর। দেখ ত'

ভেতরে কি আছে? আব কাটাইয়েরই বা দর কি তোমার শুনি!

জহুরী: (দেখিয়া) পাথর ত' একদম কাঁচা পাথব আছে বাবুজি! তৈয়াব কবণেওয়ালার খেয়ালসে এইস্যা হো গিয়া—সব হি ঠিক হুয়া—কাঁহাঁসে থোড়া গল্‌তি হো গিয়া—ব্যস্, একদম্ বববাদ হো গিয়া। একশো কো একই বাদ হো গিয়া।

দত্ত: মাটি কবলে বে বাবা, ফেরার করলে আমাকে! আরে বেশ ত' তুমি কাটাই করেই দেখ হে বাপু!

জহুরী: ফরমাস্ হোগা তো জরুব কাট্ দেঙ্গে হামলোক্ —লেকিন্ পাঁন্ টাকা রতি মজুবি দেনে হোগা।

দত্ত: কত রতি হবে?

জহুরী: পঁচাশ—একশো—চাহি কি বেশী হোনে সেক্‌তা।

দত্ত: তারপর কত দাম হবে?

জহুরী: উ আপ্‌কা নসীব। হামরা মালুম হোতা কুছ্ না হোগা! একদম কাঁচ্চা পাথর বাবুজি!

দত্ত: (একটু চিন্তা করিয়া পরে সযত্নে পাথরটিকে বাঁধিয়া) হুঁ আচ্ছা, থাকরে বাবা, লক্ষ্মীর হাঁড়িতে ওকে রেখে দেবো। কাঁচা পাথর একদিন ত' পাকবে, বংশাবলীর কেউ না কেউ ত' ভোগ করবে!

জহুরী ঃ (হাসিয়া) ফল নেহি যে পাকবে বাবুজি—উস্‌কো পাকা শেষ হো গিয়া ! আচ্ছা, রাম রাম বাবুজি !
(প্রস্থান)

(পিছন পিছন বিমলও গেল। দত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে গিয়া ঘরে প্রবেশ করিল)

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল ঃ দত্তমশায়. কই দত্তমশায় ! ও দত্তমশায় ! যাঃ বাবা—now here, now gone ! গেল কোথায় রে বাবা ?

(ঘরে উঁকি মারিয়া) এই যে ! আর দশটা দোকান দেখলে হ'ত না ?

ভিতর হইতে দত্ত ঃ না।

বিমল ঃ দেখলে কিন্তু ভাল হ'ত। বরং কাল মেয়ে আশীর্বাদের পর—

ভিতর হইতে দত্ত ঃ না।

বিমল ঃ বিয়ের কথাবার্তাটা এখন—

ভিতর হইতে দত্ত ঃ না।

বিমল ঃ বেশ, তাহলে আমি এখন আসি—রাত্তির হয়ে গেছে। (স্বগত) যাক্ বাবা, বিয়ের কন্ট্রাক্টটা পাকা হয়ে গেছে। ওই আমার লাভ ! (প্রস্থান)

(কড়ির প্রবেশ)

কড়ির ঃ উঃ অর্থের কি মোহ ! মায়ের বাপ—যে আমাকে বুকে করে এত বড় করে তুললে—তাকে—উঃ—

ভিতর হইতে দত্ত ঃ কড়ি ! কড়ি রে।

(কড়ির ভিতরে গমন)

(রজনী রায়ের প্রবেশ)

রজনী ঃ যাঃ গেল ! এরা সব গেল কোথায় ? ও দিকটা দেখে আসি।

(প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

কোথায় গেলরে বাপু, ভাল বিপদে পড়েছি ! রাত্রি হয়ে গেছে ! একি, ঘরের মধ্যে শব্দ কিসের রে বাপু ?

(ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে দেখা গেল কড়ি দত্তর কোলের উপর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। দত্তও কাঁদিতেছে।)

রজনী ঃ কি বিপদ, এ আবার কি—আজ আবার ব্যাপার কি ?

দত্ত ঃ (কাঁদিতে কাঁদিতে) অর্থের কি মহিমা রজনীবাবু— ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ—!

(ধীরে ধীরে রজনীর গাঢ় কাল যবনিকার অন্তরালে সমস্ত দৃশ্যপট অদৃশ্য হইল।)

(ধীরে ধীরে আবার যবনিকা উঠিল—দিবালোকে দেখা গেল বারান্দায় বসিয়া রজনী, কড়ি ও দত্ত মহাশয়)

কড়ি ঃ কি ভাবছ দাদু ?

দত্ত ঃ ভাবছি (হাসিয়া) নাঃ ভাবনা কিসের ?

কড়িঃ কোন সঙ্কোচ তুমি ক'রোনা দাদু, তুমি নিশ্চিন্ত মনে বিয়ে কর। আমাদের মানুষ করে দিয়েছ—।

দত্তঃ ওরে শূয়ার, মানুষ আর করতে পাবলাম কই ?—তৈবি করলাম একটা বুনোশূয়ার। উঃ, এগুলোর্তে আমার কালসিটে পড়ে গেছে—গতর আমার ভেঙে দিয়েছে !

কড়িঃ আমাকে মাফ কর দাদু, আমার চোখ ফুটেছে—জ্ঞান হয়েছে। আমি এবার নিজের পায়ে ভব্ দিয়ে দাঁড়াব। সত্যিই এবার আমি মানুষ হব !

দত্তঃ দেখিস্, তাহ'লে তোব কোন আপত্তি নাই ত' ?

কড়িঃ না।

দত্তঃ আমাব সম্পত্তি টম্পত্তিব আশা ক'র না যেন।

কড়িঃ হাসিমুখে ছেড়ে দিচ্ছি দাদু! তোমার অন্নে তোমার যত্নে পুষ্ট এই দেহই হবে আমার মূলধন। (স্বগত) নিজে খেটে আমি উন্নতি করব আর তাকে খুঁজে বের করব আমি, তার দুঃখ দূর করব আমি !

দত্তঃ শূয়ার, আমাকে মাটি করলে—ফেরার করলে রে বাবা! ওসব হবে না বাপু, অন্নের আমার দাম দিতে হবে হে বাপু, আমার দোকান দেখবে কে হে বাপু! বিয়ের পরে ছেলেপিলে, দোকান—সব আমাকে সাম্‌লাতে হবে নাকি ?

কড়িঃ বেশ, তাই হবে—আমি তোমার কর্মচারীর মতই থাকব !

রজনীঃ তাই থাক্ কড়ি, দত্তমশায় কি আর তোকে ফাঁকি দেবেন। দেবেন বৈকি কিছু ! কি বলেন দত্তমশায় ? বিয়ে-থা তুইও কর্।

কড়িঃ (স্বগত) তাকে খুঁজে বের করব আমি—সারা পৃথিবী খুঁজব !

দত্তঃ কৈ, মুখুয্যে কৈ এল ? এত দেরী করছে কেন সে ? মাটি করবে—ফেরার করবে দেখছি !

কড়িঃ তুমি কিন্তু এই পোষাকে যেতে পারবে না দাদু।

দত্তঃ তা' কি হ'লে ভাল হয় বল দেখি ?

কড়িঃ একখানা ভাল ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী একটা চাদর জুতো একজোড়া বেশ ভাল—এ না হলে—

দত্তঃ আঃ মাটি করলে—ফেরার করলে আমাকে ! আরে বাপু, তাই যদি ভাল হয় ত' তাই নিয়ে আয়। ক'টাকা দাম লাগবে ?

কড়িঃ গোটা পনের—

দত্তঃ এই নে তিরিশ টাকা—তোরও একসাজ কিনে আনবি। নাহ'লে সে ত' ধব্ আমারই লজ্জা। না কি বলেন রজনীবাবু ? যা রে বাপু, তাই তাড়াতাড়ি যা' ! (কড়ির প্রস্থান)

দত্ত ঃ আপনাকেও কিন্তু যেতে হবে রজনীবাবু!

রজনী ঃ না না আমাকে আর কেন ?

দত্ত ঃ না না সে বল্‌লে শুনব না আমি !

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল ঃ কৈ দত্তমশায় ? একি, এখনও আপনি তৈরি হন্‌নি ?

দত্ত ঃ আঃ মাটি করলে বে—ফেরাব করলে আমাকে, শূয়ারটা ! দেরি করছে দেখ না ! কি বিপদ ?

বিমল ঃ চুলটা আঁচড়ে ফেলুন এই সময়ে! আয়না চিরুণীটা কই ?

দত্ত ঃ না না আয়না চাই না, আয়না কি হবে ? হুঁ, আয়না আমি দেখি না ! নিজের রূপ দেখে কি হবে হুঁ !

পঞ্চম দৃশ্য

[হরেন্দ্রের বাড়ি—বসিবার ঘর, বেশ একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজান হইয়াছে। হরেন্দ্র ও বিমলা]

(জানালার ভিতর দিয়া নিঃশেষে পত্রহীন একটী পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার গাছ দেখা যাইতেছে)

হরেন্দ্র ঃ যাও—যাও, মেয়েটাকে একটু মেজে ঘসে দাও। আর বোধ হয় এরা এসে পড়বে এইবার ! আর খাবার টাবারগুলো—

বিমলা ঃ সে তুমি বাজার থেকে আনিয়ে দাও বাপু। আগুনের আঁচ আমার সইবে না। ওঃ, যে আমার বিয়ে, তার দু'পায়ে আল্‌তা!

হরেন্দ্র ঃ দেখ ভবিষ্যৎটা বোঝ। লোকটা অর্থশালী লোক! মলেই সমস্ত আমাদের হাতে আসবে!

বিমলা ঃ দেখি বাপু, কষ্টেসৃষ্টে কোন রকমে দেখি!

(নেপথ্যে হর্ণ)

হরেন্দ্র ঃ ওই—ওই, যাও—যাও ভেতরে যাও।

(বিমলার প্রস্থান)

এই যে, আসুন—আসুন!

(কড়ি, দত্ত, রজনী, বিমলের প্রবেশ, সুসজ্জিত দত্ত ও কড়ি)

বিমল ঃ শাঁখ বাজাতে বলুন হরেনবাবু, শাঁখ বাজাতে বলুন। (হরেন্দ্র দ্রুত ভিতরে গিয়া) আঃ, শাঁখ বাজাও গো—শাঁখ বাজাও!

নেপথ্যে বিমলা ঃ ওই মোটরের ভেঁপু বাজছে—ওতেই হবে! পারিনে বাপু, দেহ আমার জ্বলে গেল!

দত্ত ঃ হুঁ! (বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া) মুখুয্যে মশায়, শুভসময় বেশিক্ষণ থাকবে না! কন্যা আনতে বলুন!

বিমল ঃ হরেনবাবু, হরেনবাবু—দে মশায়! কন্যা নিয়ে আসুন—শ্যামাকে নিয়ে আসুন।

কড়ি ঃ (স্বগত) হরেনবাবু—দে মশায়—হরেন দে! শ্যামা এ্যাঁ! (উঠিয়া দাঁড়াইল)

দত্তঃ এই—এই মাটি করবে—হতভাগা আমাকে ফেরার করবে রে বাপু! বলি ওরে ও শূয়ার, এমন করে তেউড়ে উঠ্‌ছিস্ কেন তুই? বস্—চুপ করে বস্!

নেপথ্যে বিমলাঃ বলি যাও না, রূপসী—রূপধূপসী—খুব সাজা হয়েছে, যাও!

কড়িঃ (স্বগত) সেই কর্কশ কণ্ঠ! হা ভগবান!

দত্তঃ আরে, আবাব ছট্‌ফট্ করে! তক্তাপোষে কি ছারপোকা আছে নাকি যে অমন কর্‌ছিস্ তুই শূয়ার?

বিমলঃ (জানালার দিকে চাহিয়া) বাঃ বাঃ কৃষ্ণচূড়ার গাছে কি সুন্দর ফুল ফুটেছে! অথচ পাতা নিঃশেষে ঝরে গেছে। সুন্দর লাগছে।

দত্তঃ তাইত বটে। বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ! বলিহারি—বলিহারি!

বিমলঃ শুক্‌নো গাছে ফুল ফুটেছে দত্তমশায়—শুক্‌নো গাছে ফুল ফুটেছে!

(শ্যামাকে লইয়া হরেন্দ্রের প্রবেশ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ খোকনের প্রবেশ)

হরেন্দ্রঃ প্রণাম কর! (শ্যামা প্রণাম করিল) দত্তমশায়, এইটী আমার ভাইঝি।

দত্ত : (চোখে চশমা দিয়া) বাঃ বেশ মেয়ে ! মুখটি তোল ত, তোল—তোল। (শ্যামা কিন্তু মুখ তুলিতে পারিল না)

দত্ত : (অগ্রসর হইয়া চিবুকে হাত দিয়া মুখে তুলিয়া) হ্যাঁ বেশ মেয়ে—খাসা মেয়ে, খুব পছন্দ আমার ! এখন একটু হাসত' লক্ষ্মী মেয়ে ! হাসত' দেখি ! কি ভাই দিদিমণি—

বিমল : ওই—ওই—ও কি বলছেন দত্তমশায় ? সেরেছে রে, বুড়োর মাথা ঘুরে গিয়েছে !

দত্ত : (হাসিয়া) হ্যাঁ মুখুয্যে মশায়—দিদিমণি,—আমার নাতবৌ হবে মেয়েটি ! মোহ আমার কেটেছে মুখুয্যে অদৃষ্ট আমার সঙ্গে রহস্য কর্‌ছিল—এবার আমি তাকে রহস্য কর্‌ছি ! কি ভাই, বুড়োকে বর ভেবে বুঝি হাসি আসছে না ? এইবার ত' হাসি এসেছে ! বাঃ বাঃ, মুখুয্যে, এইবার হাজার হাজার মাণিক আমার সিন্দুকে জমা হবে।

কড়ি : দাদু—দাদু !

দত্ত : বস্‌ বস্‌ বনশূয়ার, তুই বস। মাটি করবি, তুই আমাকে ফেরার করবি ! এঃ ! নাত্‌বৌ শুনবামাত্র একেবারে লড়্‌য়ে ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠেছে ! হরেনবাবু, এইটি আমার নাতি—নাম তিনকড়ি চন্দ। এই হবে আপনার জামাই।

খোকন : তিনকড়ি! Hallo! (কড়ি হাসিয়া ফেলিল)

(শ্যামা সবিস্ময়ে পুলক হাস্যে কড়ির দিকে চাহিল)

হরেন্দ্র : কিন্তু আপনি ত' বলেছিলেন যে আপনি—

দত্ত : কি বিপদ! মাটি করলে—সব ফেবার করলে রে আমাকে! মশায়, তখন আমার ঘাড়ে ভুত চেপেছিল —টাকার ভুত—আর এই দালাল ভুত। উঃ কি সর্বনাশই কব্ছিলে তুমি মুখুয্যে?

বিমল : What?

দত্ত : ও হ্যাট ম্যাট আমার কাছে চলবে না ঠাকুর! চালাকিতে তুমি আধলা হ'লে আমি পয়সা—বুঝেছ? আশ্চর্য—টাকার স্বপ্নও ভাঙল—নেশাও কাটল! কিন্তু কি সর্বনেশে ঠ্যাটা লোক তুমি বাবা বামুনের পো! যাক্, বলেছি যখন, তখন টাকা একশো তোমাকে দেবো আমি! এখন বস ত' ভাই দিদিমণি—

আশীর্বাদ করি আমি!

(চোখে চোখে ইসারা করিয়া হরেন ও বিমল বাহিরে গেল)

(আশীর্বাদ হইয়া গেল)

দত্ত : এই কড়া এই শূয়ার—হাঁ করে দেখ্ছে দেখ, যেন চোখ দিয়ে গিল্ছে, শূয়ারের একেবারে লজ্জা নাই।

তা এক-একবার দেখ চোরা ছাঁকে! হ্যাঁ। কিন্তু খবরদার ঘুষি খেলতে পাবে না আর! তা'হলে কিন্তু বৌ কেড়ে নেবো আমি!

কড়িঃ কাড়াকাড়িতে দরকার কি দাদু—কর না তুমি বিয়ে! ছেড়ে দিলে কেন? বেশ মানাত কিন্তু দাদু।

দত্তঃ ওরে শূয়ার, কি বল্লি, মানাত না? তবে দেখ, এস ত' ভাই দিদিমণি দাঁড়াও ত' আমার পাশে এসে—দেখিয়ে দিই শূয়াবকে একবাব!

খোকনঃ আঃ যাও না দিদি—যা বল্‌ছেন শোন—উনি তোমাব দেবতা! যাও, যাও!

(শ্যামা সলজ্জভাবে বৃদ্ধ দত্তর পাশে গিয়া দাঁড়াইল)

দত্তঃ শুকনো গাছেও ফুল ফোটেরে শূয়াব, শুকনো গাছেও ফুল ফোটে। এই দেখ। কি? হাসছিস্ যে? মানাচ্ছে না?

কড়িঃ না দাদু সত্যিই খুব ভাল মানিয়েছে। এই দেখ তুমি নিজেই দেখ।

(দেওয়ালের গায়ে একখানি বড আয়না ছিল—আবরণে আবৃত, কড়ি আয়নার আবরণ সরাইয়া দিল।)

দত্তঃ (আয়নার দিকে চাহিয়া আর্তস্বরে) ঢেকে দে—ঢেকে দে—ওটা ঢেকে দে কড়ি। ওটা ঢেকে দে!

কড়িঃ কি হ'ল দাদু ?

দত্তঃ (আত্মসম্বরণ করিয়া) মানায় নি রে মানায় নি! তাই বলছিলাম। শুকনো গাছ আছে, ফুল আছে বোঁটা নাই। তুই আয় তুই আয় পাশে। দেখ এইবার দেখ, শুকনো গাছে ফুল ফুটেছে।

(হরেনের প্রবেশ)

হরেনঃ দত্ত মশায় একটু মিষ্টিমুখ।

বিমলঃ সার্টেনলি! নিয়ে আসুন। জলদি নিয়ে আসুন মশায়!

(হরেনের প্রস্থান)

দত্তঃ দিদি ভাই, তুমি ততক্ষণ একটা গান শুনিয়ে দাও। বামনা বলছিল তুমি গান করতে পার।

খোকনঃ গাও দিদি—নইলে কিন্তু মাকে ব'লে দেব।

(শ্যামার গান)

এই সময়ে মানে মানে বিদায় নেওয়াই ভাল
(তোমার বিদায় দেওয়াই ভাল)
দিগন্তে ওই মিলিয়ে এল ম্লান গোধূলির আলো।

